ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 January 2022 ■ আগরতলা ২ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১৭ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নববর্ষে নবজাতক আইজিএমে

শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকে শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে ৭টি শিশুর জন্ম হয়েছে। নিজস্ব ছবি।

নববর্ষে কল্পতরু প্রধানমন্ত্রী, কৃষকদের একাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকা প্রদান

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম কিষান) প্রকল্পের আওতায় দশম কিস্তির আর্থিক সহায়তা কৃষকদের প্রদান করেছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১০ কোটিরও অধিক সুফলভোগী কৃষক পরিবারের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রায় ৩৫১টি ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) কে ১৪ কোটি টাকারও অধিক ইক্যুইটি গ্র্যান্ট প্রদান করেছেন। এতে ১.২৪ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজ্যের ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও)'র কৃষক সদস্যদের সাথে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় আলোচনা করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) এবং ন্যাচারেল ফার্মিং সম্পর্কিত দুটি তথ্য চিত্রও ভিডিও কনফারেন্সে প্রদর্শীত হয়।

শনিবার ১০ কোটিরও অধিক সুফলভোগী কৃষক পরিবারের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার সরকারী বাসভবনে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষনে বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম কিষান)দেশের কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক প্রকল্প। এই প্রকল্পে সারা দেশে আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় দেশের ৬০ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে ক্ষুদ্র জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনায় ২১ হাজার ক্লেইম সাপোর্ট ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রচুর সংখ্যক কৃষককে কেসিসি'র মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০২০-২১ সালে দেশের ৩০০ মিলিয়ন টন খাদ্য শষ্য উৎপাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশই রয়েছে চাল। তিনি বলেন দেশে বর্তমানে অর্থনীতির প্রব'দ্ধির হার ৮ শতাংশ। রেকর্ড পরিমানে বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে দেশে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এফপিওগুলি ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ জানুয়ারি ।। বিশালগড়ের ধনছড়িতে ব্রাউন সুগার সহ ২ যুবককে হাতেনাতে আটক করেছেন এলাকাবাসী। ধৃত দুই যুবকের নাম বিরজিত দেববর্মা ও সজল দাস। শনিবার ইংরেজি নববর্ষের দিন বিশাল গড়ের ধনছড়িতে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক হয়েছে দুই যুবক।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ নানা নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে আসছিল ওই দুই যুবক। স্থানীয় মানুষজন তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এলাকার যুব সমাজ নেশার কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদেরকে আটক করার জন্য বেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরচন্দ্র মনুর হোস্টেলে ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জানুয়ারি ।। বীরচন্দ্র এস টি গার্লস হোস্টেল থেকে এক নাবালিকা ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র গার্লস হোস্টেলে বেলা আনুমানিক ১ ঘটিকায় এক নাবালিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বীরচন্দ্রমনু শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে সপ্তম শ্রেনীতে পাঠরত ওই ছাত্রীকে হোস্টেলের রুমে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় সহপাঠিরা।

জানা গেছে, ওই ছাত্রী জোলাইবাড়ীর কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা। মৃতদেহ দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১২ আহত কমপক্ষে ১৩ জন

জম্মু, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির ভবনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন অন্ততপক্ষে ১২ জন পুণ্যার্থী। পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। আহতদের নারাইনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতরা দিল্লি, হরিয়ানা, পঞ্জাব ও একজন জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা। কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্লক মেডিকেল অফিসার গোপাল দত্ত জানিয়েছেন, 'কাটরার মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির ভবনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। ১৩ জনকে আহত অবস্থায় নারাইনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি অতিরিক্ত ভিড় হয়। কাটরা থেকে হেঁটে পাহাড়ি পথে প্রায় ১৪-১৫ কিলোমিটার যেতে হয় বৈষ্ণোদেবীর দর্শন পাওয়ার জন্য। অনেকেই ওই পথ ঘোড়ার চড়ে যান। পাহাড়ি পথের প্রায় পুরোটাই রাস্তা করা হয়েছে। খাদের দিকে রেলিং এবং জাল দিয়ে ঘেরা। তবে মন্দিরের ভেতরে পথ সঙ্কীর্ণ। সেখানে সাধারণ সময়েই ভিড় থাকে। জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, কাটরার বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের এবং ১৩ জন আহত হয়েছেন। ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কোনও একটি বিষয়কে নিয়ে ট্রাক শুরু হয়, এরপরই একে-অপরকে ধাক্কা দিলে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটে।

মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ অনেকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিজনকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই এনএলএফটি জঙ্গীর আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি ।। নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী সংগঠন এনএলএফটি (বিএম) গোষ্ঠির দুই সক্রিয় সদস্য আজ আত্মসমর্পণ করেছেন। বিএসএফের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। এদিকে, আজ একটি রিভলভার ও গোলাবারুদ এবং ৫২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বিএসএফ। সাথে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এক বছরের সাফল্যের খতিয়ান সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেছেন।

এদিন তিনি বলেন, খোয়াই জেলায় চাম্পাহাওরের বাসিন্দা ক্ষিতিশ দেব্বর্মা এবং স্বপন দেব্বর্মা দুই এনএলএফটি সদস্য আজ আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি জানান, ক্ষিতিশ দেব্বর্মা ২০১৯ সালে এবং স্বপন দেব্বর্মা ২০২০ সালে এনএলএফটি(বিএম) গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৩১ জন এনএলএফটি উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ২৩ জন, ২০২১ সালে ছয় জন এবং আজ দুই জন আত্মসমর্পণ করেছেন।

এদিকে, আজ বিএসএফের গোয়েন্দা শাখার সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এনসি নগর বিওপি এবং ১৩৩ নম্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনেকটাই সস্তা বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.)।। নতুন বছরের শুরুতেই দেশবাসীর জন্য সুখবর! অনেকটাই দাম কমল ১৯ কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের। একধাক্কায় ১০২.৫০ টাকা কমানো হয়েছে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের। তবে ঘরোয়া রান্না গ্যাসের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এর আগে ডিসেম্বর ২০২১-এ বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম প্রায় ১০০ টাকা বেড়েছিল, কিন্তু নতুন বছরের শুরুতেই সুখবর! বছরের প্রথম দিন থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।

দাম কমার ☛ ৬এরপাতায় দেখুন

এটিএম পরিষেবার চার্জ বাড়ল, প্রতি লেনদেনে খরচ হবে ২১ টাকা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.)।। এটিএম পরিষেবায় বাড়ছে চার্জ, এবার থেকে প্রতি লেনদেনে গুণতে হবে ২১ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর সম্মতি পাওয়ার পর, সমস্ত ব্যাঙ্কের এটিএম পরিষেবার চার্জ বেড়েছে শনিবার থেকেই। ২০২১ সালের ১০ জুন আরবিআই-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে এটিএম পরিষেবার চার্জ ২১ টাকা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তবে, প্রতি মাসে আর্থিক ও আর্থিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বেসরকারী রোগী পরিষেবায় সরকার নিস্ক্রিয়

ডাঃ জীবন নাগের নার্সিং হোমে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু, থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের কল্যানী এলাকায় একটি নার্সিংহোমে অস্ত্রপচারের সময় এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোমে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে মৃতের আত্মীয়-পরিজনরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আগরতলা শহর সংলগ্ন চাম্পামুড়া এলাকার বাসিন্দা পুলিন দাস দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। তার একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে প্রথমে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কল্যাণী এলাকার জীবন কুমার নাগ নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। প্রতিদিন শয্যা ভাড়া বাবদ ২০০০ টাকা এবং অস্ত্রপচার বাবদ ৬৫ হাজার টাকা মিটিয়ে দেন রোগীর পরিবার।

শনিবার সকালে ওই রোগীকে পা অস্ত্রপচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার আগে পরিবারের লোকজনরা রোগীর সঙ্গে দিব্যি কথা বলেন। রোগী জানিয়েছিলেন, তিনি সুস্থ আছেন। কিন্তু অস্ত্রপচারের পর রোগীর পরিবারের লোকজনদের জানানো হয় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানান, রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নার্সিংহোম চত্বরে উত্তেজনা দেখা দেয়। রোগীর পরিবার পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনরা নার্সিংহোমে ভিড় জমান। এমনকি নার্সিংহোমে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। রোগীর আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ, ভুল চিকিৎসার কারণে পুলিন দাসের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে আগরতলা পূর্ব থানায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোগীর পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দাবি উঠেছে।

১০ জানুয়ারী থেকে বোস্টার ডোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা কোভিডের টিকাকরণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে টিকাকরণে যোগ্য মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশের দুইটি ডোজ নেওয়া হয়ে গেছে। তবুও, ৪ লক্ষাধিক ত্রিপুরাবাসী এখনো প্রথম ডোজ নিলেও টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেননি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা ডা: সিদ্ধার্থ জৈসয়াল। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ৩ জানুয়ারী থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ শুরু হবে। ইতিমধ্যে টিকাকরণের জন্য কোওইন পোর্টালে অনলাইন বুকিং শুরু হয়ে গেছে। এমনকি ১০ জানুয়ারী থেকে স্বাস্থ্য কর্মী, সামনের সারির যোদ্ধা এবং ষাটোর্ধ নাগরিকদের বোস্টার টিকা দেওয়া হবে।

এদিন ডা: জৈসয়াল বলেন, করোনার টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজের সময় হওয়া সত্বেও ৪ লক্ষাধিক ত্রিপুরার নাগরিক এখনো টিকাকরণ সম্পন্ন করেননি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে ৪৬.৯৭ লক্ষ করোনার টিকার ডোজ দেওয়া হয়ে গেছে। তাতে, ২১ লক্ষ ২৮ হাজার নাগরিক টিকার দুইটি ডোজ নিয়েছেন। অথচ, টিকাকরণ ১০০ শতাংশ প্রদানে ১৮ বছরের উর্ধে যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার জন। যা, মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ।

তিনি বলেন, টিকাকরণে অবশিষ্ট ১৮ শতাংশের খোজে স্বাস্থ্য কর্মীদের দল চেষ্টা চালিয়েছেন এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাঁদের দ্বিতীয় ডোজ সুনিশ্চিত করার জন্য ওই উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, এখনো ৪ লক্ষ ৮ হাজার জনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া বাকি রয়েছে। টিকাকরণ সম্পন্ন করতে স্বাস্থ্য কর্মীদের দল তাঁদের যোগাযোগের চেষ্টায় রয়েছেন।

তিনি জানান, নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৫ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের জন্য টিকাকরণে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কোওইন পোর্টালে বুকিংয়ের মাধ্যমে তাঁরা কোভ্যাক্সিন টিকা নিতে পারবে। আগামী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি মাফিয়াদের রাজত্ব ত্রিপুরায় হতে দেব না

স্বচ্ছতা মেনেই হবে কর্মসংস্থান : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। সরকারী জমি দখলমুক্ত করা এবং টিএসআর নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের জোড়া ফলায় বিদ্ধ ত্রিপুরা সরকার। কিন্ত, তাতে মোটেও বিচলিত নন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কারণ, ভূ-মাফিয়াদের ত্রিপুরায় টিকতে দেবেন না তিনি। এমনকি স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি মেনেই কর্মসংস্থানের পথে হাটবে ত্রিপুরা সরকার, দৃঢ়তার সাথে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এভাবেই আজ সমস্ত সমালোচনার কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছেন তিনি। সাথে তাঁর দাবি, ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের একসূত্রে বেঁধে রাখে। পরিবারের কল্যাণে সমর্পিত ও জীবনে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ নারী শক্তিই যথার্থ মার্গ দর্শনের মাধ্যমে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে। আজ বড়জলাস্থিত বৃদ্ধাবাস আপনাঘরে আয়োজিত সহায়ক সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শনিবার বড়জলাস্থিত বৃদ্ধাবাস আপনাঘরে আয়োজিত সহায়ক সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নিজস্ব ছবি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থার যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আপনাঘরে অবস্থানরত মায়েদের মধ্যে শীতবস্ত্র সহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনীতি করে ত্রিপুরার মানুষের জমি দখল করা যায় না। ভূমিমাফিয়াদের রাজত্ব ত্রিপুরাতে বিপ্লব দেব থাকতে কোনদিন হতে দেবে না। তাদেরকে জেলের রাস্তা দেখানো হবে। সেই দিশাতেই এই সরকার কাজ করবে।

সাথে তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, টিএসআরের চাকুরী নিয়ে যারা ভ্রস্টাচারে অভিযোগ আনছেন, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত। আজকে যে স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা সেজেছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ইতিহাস তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি বর্তমান রাজ্য সরকার এনেছে। তাঁর কটাক্ষ, এতদিন চাকরির নামে স্বজনপোষণ হয়েছে। অথচ আজ টিএসআর নিয়োগে কেউ বলতে পারবেন না কোন নেতা, বিধায়ক কিংবা মন্ত্রীর আত্মীয়-পরিজন চাকুরী পেয়েছেন।

এদিন দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলা ক্ষমতায়ন, স্বশক্তিকরণ এবং পঁচিশ বছরের উর্ধে মহিলাদের রোজগারের নিশ্চয়তা প্রদানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। কারণ মহিলাদের উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়। নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অবলম্বনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাল বলেন, এই আবাসনে ৫০ জন মায়েরা রয়েছেন। তাদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন আবাসন কর্তৃপক্ষ। সতর্কতা অবলম্বন করায় কোভিড অতিমারীতে এখানে অবস্থানরত একজনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির বাকবিতন্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনকে ঘিরে উদয়পুরে সাময়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। অভিযোগ, শাসক দল সমর্থকরা তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে বাধা দিতে এসেছিলেন। তাতে, দুই দলের কর্মীদের মধ্যে তীব্র বাকবিতন্ডা হয়। তবে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এ-বিষয়ে কাকরাবন থানার পুলিশ জানিয়েছে, ইছাছড়া এলাকায় আজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে শাসক দলের কর্মীরা পৌছে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে, উভয় দলের কর্মীরা বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পরেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়ক হয়েছে।

ওই ঘটনাকে ঘিরে ইছাছড়া এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, স্বৈরাচারী শাসনের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে আজকে ইছাছড়া এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। অযথা বিজেপিকে দায়ী করা হচ্ছে।

অবশ্য রাজ্য তৃণমূল স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যা অনিতা দাসের বক্তব্যে বিজেপি আজকের ঘটনার সাথে হয়তো জড়িত নয়, এমনটাই মনে হচ্ছে। তাঁর কথায়, বাইরে থেকে শাসক দল সমর্থিত কর্মীরা এসে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন বানচাল করতে চেয়েছিলেন। তবে, তাঁরা কেউই সত্যিকারের বিজেপি কর্মী নন। বছর খানেক আগে সিপিএম ছেড়ে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরাই হামলা-হুজ্জুতির জন্য দায়ী, বলেন তৃণমূল নেত্রী।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৮৮ ◻ ২ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◻ ১৭ পৌষ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

তথ্য সুরক্ষা আবশ্যিক

তথ্য সুরক্ষা রীতিমতো শিকেয় প্রতিবার উপক্রম। সোশ্যাল মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের তথ্য মাত্যক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব তথ্য চুরির করিবার জন্য বিভিন্ন সংস্থা উৎ এতে বসিয়া রহিয়াছে। প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত তথ্য চুরি করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ধরনের প্রবণতা বন্ধ করিবার জন্য সরকারের তরফে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নয় বলিয়া মনে করিতেছেন বিভিন্ন মহল। সরকারকে এইসব বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় তথ্য চুরির ঘটনা প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত তথ্য চুরির ঘটনাযই নয়, বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারি তথ্য চুরির আশঙ্কা রহিয়াছে। এইভাবে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তথ্য চুরির ঘটনা অব্যাহত থাকলে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের বিন্দুমাত্র আত্মবিশ্বাস থাকিবে না।

তথ্য সুরক্ষা বা ডেটা সিকিওরিটি। আজকের দিনে এই দু'টি শব্দই সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের চোখে ধরা পড়িতেছে না। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় এক একটা কোম্পানি নিজের নিজের মতো চুরি করিতেছে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য। বিশ্লেষণ করিতেছে। তারপর আমাদেরই বিরুদ্ধে সেই তথ্য ব্যবহার করিতেছে। স্রেফ উপার্জনের খাতিরে। কোন কোন ধরনের বিষয় আমাদের আকর্ষণ করিতেছে, কী বিষয় আমরা খুঁজিতেছি, আমাদের ছবির গ্যালারি... সবই চলিয়া যাইতেছে কোম্পানিগুলির হাতের মুঠোয়। এর জন্য কি আপনার-আমার অনুমতি তাহারা নিতেছে? না, নিতেছে না। জালিয়াতির সংখ্যাও বাড়িতেছে লাফাইয়া। ভারত সরকার নাকি এই ঘটনাক্রমে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। তাই তাহারা আনিতে চলিয়াছে তথ্য সুরক্ষা

আইন। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বা নানাবিধ অন্যান্য অ্যাপ-ওয়েবসাইট যাহাতে দেশের নাগরিকদের তথ্য নিয়ে অসাধু ব্যবসা না চালাইতে পারে, তাহার জন্যই উদ্যোগ।

প্রধান উদ্দেশ্য হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় যা তথ্য ব্যবহার হয়, তাহার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলিকে দায়বদ্ধ করা। প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ হইতেছে মানে এর সুফল বা কুফলের দায় নিতেই হইবে। ফরওয়ার্ডেড মেসেজ বলিয়া হাত নিয়া নিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি বা সংগঠন মেসেজটি পোস্ট করিয়াছে, দায় নিতে হইবে তাহাকেও। অপব্যবহারেও ব্যবস্থা নেওয়ার পথ খুলিয়া রাখিয়াছে সরকার। সরকারের পাতা জালে ধরা দিয়া ভবিতব্য হইবে জেলের চার দেওয়াল।

ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করিয়া নানা অপকর্মে ব্যবহার করিবার প্রবণতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ইহা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামাজিক সুরক্ষা এবং দেশের সুরক্ষার স্বার্থে তথ্য চুরির জন্য সরকার ও প্রশাসনকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর পরিণতি নামিয়া আসিতে পারে। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জনিত বিষয়ক তাহাতে বিঘ্নিত হইতে পারে। বিষয়টির প্রতি বিন্দুমাত্র নরম মনোভাব না দেখাইয়া কঠোর মনোভাব গ্রহণ করাই শ্রেয়। বর্তমান আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ডেটা সিকিওরিটির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া কোনভাবেই উত্তরণের পথ নাই বলিয়া মনে করেন অনেকেই।ডেটা সিকিওরিটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সরকারকে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের সরকার যদি এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে তত্ত্ব পাচারকারীরা এই কাজে আরো সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিবে। অতএব সময় থাকিতে এই সব বিষয়ে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

ওমিক্রন নয়, ডেল্টা প্লাস ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জানাল স্বাস্থ্যভবন

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স) : করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রনে নয়, বরং ডেল্টা প্লাস ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার স্বাস্থ্যভবনের তরফে একথাই জানানো হল। গত সোমবার করোনা আক্রান্ত হয়ে আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সৌরভ। চারদিন হাসপাতালে থাকার পর গতকাল শুক্রবারই ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চিকিৎসকরা।

ককটেক থেরাপির পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, এর পরবর্তীতে বাড়ি বসেই তাঁর যাবতীয় চিকিৎসা করা যাবে। তাঁদের পরামর্শ মতোই আপাতত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন দাদা। কিন্তু এদিনের স্বাস্থ্যভবনের রিপোর্টে জানা গেল ডেল্টা প্লাস ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত সৌরভ।

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত তিন

হাইলাকান্দি (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের থাবা অব্যাহত। নতুন বছরের প্রথম দিনই হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন। প্রায় প্রতিদিন দু-একজন করে আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জেলার সর্বত্র।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, আজ শনিবার ১ জানুয়ারি এই জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন। এই তিনজনের মধ্যে দুজন আরটি-পিসিআর এবং একজন ধরা পড়েছেন আরএটি পরীক্ষায়।

এদিন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে দুজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আর হোম আইসোলেশনে অবস্থানরত দুজন সুস্থ হয়েছেন। আজ ৫০৭ জনকে আরএটি এবং ১২৩ জনকে আরটি-পিসিআর করা হয়েছে। জেলায় করোনায় আক্রান্তদের সংখ্যা ১৯। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন দুজন।

নতুন বছরের প্রথমদিন স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার কাটিগড়ার বরইতলি গ্রামে

কাটিগড়া (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ঘরের তিরে গলায় ফাঁস জড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া থানাধীন বরইতলি গ্রামে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথমদিন লোমহর্ষক এ ঘটনায় গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

একটি ঘরের ভিতরে দুটি গামছা গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এলাকায়। জানা গেছে, আজ শনিবার সকালে বরইতলি গ্রামের আলা উদ্দিনের ছেলে পেশায় গাড়ি চালক আবজল হুসেন ও তার স্ত্রীর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান বাড়ির লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত সেরে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এদিকে স্বামী-স্ত্রীর একসাথে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের ঘটনাটি আত্মহত্যা, নাকি কোনও পরিকল্পিত খুনের ঘটনা এ নিয়ে পুলিশ সন্দিহান। এলাকার জনমনেও দেখা দিয়েছে নানা সন্দেহ। পুলিশ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এ মুহূর্তে হলফ করে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

সুভাষচন্দ্রে অভিনন্দন মুক্তিসংগ্রামী হোসেন আরা বেগমকে

ড. বিমল কুমার শীট

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে একের পর এক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের এতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। তবে এতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল কম। আর মুসলিম মহিলাদের ভূমিকা ছিল যৎসামান্য। কারণ রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার তাদের মেয়েদের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করতে ও তাদের বাড়ির বাইরে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। সামাজিক দিক দিয়েও নানা বাধা আসত। এত কিছু বাধা সত্বেও তাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে বিবি, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন ও শামসুন্নাহার মাহমুদ প্রমুখ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাড়ির বাইরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন। কেউ কেউ এর পাশাপাশি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোসেন আরা বেগম। তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনাদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ছিলেন।

হোসেন আরার জন্ম হয় ৮ জুলাই ১৯১৬ সালে চবিশ পরগনা জেলার হাড়োয়া থানার পেয়ারা গ্রামে। তার পিতা মৌলবী মহম্মদ এবাদুল্লাহ ছিলেন পুথি সাহিত্যিক। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় হোসেন আরা কাকার বাড়িতে ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানে মুসলমান গার্লস স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর কাকা ড় মহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রগতিবাদী এবং ভারতীয় উপমহাদেশে একজন স্মরণীয় বাঙালি, বহু ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাই তার পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাংস্কৃতিক। চোদ্দ বছর বয়সে তার লেখা কবিতা বেগম রোকেয়া সম্পাদিত মক্তব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে হোসেন আরার বিয়ে হয় ২৪ পরগনার মহম্মদ মোদ্দাবেরের সঙ্গে। স্বামীর উৎসাহেত্ত তিনি বিলেতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী কুটির শিল্পের উজ্জীবন, উন্নয়ন ও প্রচারে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেন। অল্পবয়ক্ষ মুসলমান মেয়েদের সংঘবদ্ধ করে তিনি স্বেচ্ছাসেবিকাদের একটি বিরাট দলও গড়ে তোলেন।

১৯৩০ সালে গান্ধিজি নারীকে অহিংস আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক যোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাদের তিনি বিদেশি বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় নারী শত শত বছরের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠলেন। যে সময়ে হোসেন আগে ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ বাংলার কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস নেত্রী কলকাতায় "নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির দাশগুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদিকা শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রভা দেবী। এছাড়া সমিতির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, প্রমুখ। সমিতিতে যোগদান করে বহু বাঙালি, গুজরাটি, মারোয়াড়ি, পাঞ্জাবি, বিহারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশীয় মহিলাগণ সত্যাগ্রহ করে বন্দিজীবন যাপন করেন।

সমিতির কার্যধারা ছিল সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করা, বিদেশি বাস্ত্রে দোকানে এবং সামনে তারা পিকেটিং করতেন। পিকেটিংয়ের প্রভাব এত গভীর হয়েছিল যে বহু দোকানের বিলাতি মাল বিক্রি তখন একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের ভ্যান সবসময় বড়বাজারে মজুত থাকত মহিলাদের গ্রেফতার করার জন্য।

১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে যা ঘটেছিল তা ১৯৩২ সালের ঘটনার থেকে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। স্বাধীনতা দিবসের দু- তিনদিন আগেই বহু নেতাকে ইংরেজ সরকার গ্রেফতার করে। ২৬ জানুয়ারি সকালে কলকাতার সমস্ত বড় পার্ক এবং অক্টারলোনি মনুমেন্ট (বর্তমানে শহিদ মিনার) অজস্র পুলিশ এবং ঘোড়সওয়ার ঘিরে ঘোড়ার পদতলে বহু নারী আহত ও পিষ্ট, হন। কিন্তু ভিতর থেকে দু'চারজন নারী মাটিতে পড়ে আহত হয়েও দৌড়ে গিয়ে মনুমেন্টের তলায় পৌঁছেই উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতের জাতীয় পতাকা, ঘোষণা করেছেন স্বাধীন ভারতের জয়ধবনি। ঘটনাটি শুনে কংগ্রেসের ডিরেক্টর পণ্ডিত তোমাদের কাছে এই আশাই তো করেছিলাম।" ১৯৩২ সালে হোসেন আরা কলকাতায়

১৯৩০ সালে গান্ধিজি নারীকে অহিংস আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক যোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাদের তিনি বিদেশি বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় নারী শত শত বছেরের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠলেন। যে সময়ে হোসেন আগে ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ বাংলার কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস নেত্রী কলকাতায় "নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

রাখে যাতে সেখানে কেউ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে না পারে। কিন্তু পুলিশ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বাধা অগ্রাহ্য করে, তাদের ব্যুহ ভেদ করে শত শত মেয়ে তলায় পৌঁছবার জন্য অগ্রসর হন। পুলিশের লাঠিচার্জের আঘাতে, আসেন। এই বছরই স্বাধীনতা দিবসে শপথ নেওয়া হয় যে ২৬ জানুয়ারি কলকাতা ময়দানে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের করা হবে এবং তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। কিনতু আগের দিন পুলিশ জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করলে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। ঠিক হয় কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা ষোল বছরের হোসেন আরার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করা তখনকার দিনে শুধু বেআইনি নয়, ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। স্বামীর অনুমতি নিয়ে হোসেন আরা পতাকা উত্তোলন করেন এবং সমাবেশে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন। এর ফলে তিনি সরকারি রোষানলে পড়েন। বক্তব্য চলাকালীনই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বিচারে তার কারাদণ্ড হয়। প্রথমে আলিপুর সেন্টাল জেলে আটক রাখার পর তাকে মুর্শিদাবাদে বহরমপুর জেল ও মেদিনীপুর জেলায় হিজলি জেলেও পাঠানো হয়। গ্রেফতারের খবর প্রতিটি সংবাদপত্রে ছাপানো হয় পরিচয় দেওয়া হয় ড. মুহম্মদশহীদুল্লার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিসেবে। পিতৃপরিবার তাঁর কারবরণকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। সেই সময় মুসলিম মেয়েদের কারাবরণ মর্যাদাহানিকর বলে অনেকেই মনে করতেন।

জেলের অভ্যন্তরে অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী নেত্রীর সঙ্গে হোসেন আরা বেগম মিলিত হন। এদের মধ্যে অনেকেই তাঁর পূর্ব পরিচিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি ঘোষ, কল্যাণী দাশ ও সুনীতি চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৩২ সালে কলকাতায় হোসেন আরা সহ ৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ছয় মাসের কারাভোগের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি পাবার পরে সুভাষচন্দ্র বসু হোসেন আরা বেগমকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৩১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় পতাকা উত্তোলন করতে গেলেও সুরেন্দরনাথ ব্যানার্জি রোড পরে হতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হোসেন আরা বেগম প্রথম মুসলমান মহিলা যিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কারাগারে আটক থাকেন। তার আত্মীয়স্বজন মুচলেকা দিয়ে হোসেন আরা তা করতে অস্বীকার করেন। এক সময়ে কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদের সঙ্গে হোসেন আরা বেগমের স্বামী মহম্মদ মোদাবেরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই সূত্রে মুজফফর আহমেদ তীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য উৎসাহিত করেন। মুক্তি পাবার পর রাজনৈতিক ও সাহিত্যের কাজ দুটোই একসঙ্গে চালিয়ে যান। হোসেন আরা ছিলেন আশাবাদী কবি। তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে এবং সেই পৃথিবীতে সাম্য তত হবে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়। তারপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এখানে তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তার স্বামী অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান নামে নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। হোসেন আরা এই পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেন। বাড়িতেই ছিল সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমগডল। প্রিয় কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুলের কবিতা তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। তার লেখা প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে ফুলঝুরি নামে। ১৯৬৪ সালে নির্বাচিত কবিতা সংকলন মিছিল গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমি এবং ১৯৯২ সালে শিশু একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৮ সালের ৩০ মার্চ ঢাকার নিজস্ব বাসভবনে হোসেন আরা বেগম শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিদ্যাসাগরের হয়ে ওঠা এবং তাঁর ধর্মবোধ

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এক প্রবন্ধে লিখেছেন ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এই দেশে.... বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। বিস্ময়কর এই জন্য যে, এমন ঘটনা আমাদের দেশে, একটা যুগের সীমারেখার মধ্যে, সচরাচর ঘটে না। হতাশাব্যঞ্জক এই জন্য যে, তার সময়ে অনেকই সাধারণ মেধা, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও তরল চেতনা নিয়ে রক্ষণশীলতার একটা প্রাচীর নির্মাণ করে সমাজে দিব্যি কিছু একটা করে খাচ্ছিলেন ... এই ব্যাপারটা সহজসাধ্য রইল না। মোল্লা মৌলবা পুরুতঠাকুরের প্রতিপত্তি ভিত্তিক সমাজে নির্বিচারে হ্যাঁ যথার্থ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু কেন ইত্যাদি চেতনার বিকাশ হয়ে দু পয়সার বাজার বেমালুম মাটি হতে বসল। সে কারণেই হতাশা, সে কারণেই, সে কারণেই বিরাগ বিরক্তির চিৎকারে সমাজপতিরা মুখিয়ে উঠল। অধ্যাপক মযহারুল যথার্থই বলেছেন যে উনিশ শতকের সেই সময়ে যখন ঈশ্বরচন্দ্র নানা ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজে সমাজকে নাড়াচাড়া দিচ্ছেন তখন সমাজে আশার সঞ্চার হয়েছিল। শরৎচন্দ্রে ভাষায় যারা দিলে পেলে না কিছুই তারা দেখল একটা মানুষ তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের সমর্থনে কথা বলছে। ফলে একটা আলোড়ণ তৈরি হল। এই আলোড়ণের ফলে যারা সমাজের স্থিতিশীলতার পক্ষে যারা রক্ষণশীল তারা বিচলিত হতাশাগ্রস্ত। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সমসময়ের দুই মেরু। এক মেরুতে বিস্ময় আর অপর মেরুতে হতাশা। বিদ্যাসাগর এই দুই মেরুর মধ্যে অবস্থা নিয়ে অর্জুনের মত স্থির চিত্তে বিরোধীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের দুইটি নীতি স্থির করে সংস্কারমূলক সব কর্মে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর উক্তির মধ্যে দিয়েই সেই নীতি স্বপ্রকাশ। যেমন তিনি বলেছেন দরিদ্রের দুঃখ কয়জন বুঝিয়েছে? অন্যত্র তাঁর জীবনের অন্য আর এক নিক্ষেপ করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের দুইটি নীতি স্থির করে সংস্কারমূলক সব কর্মে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর উক্তির মধ্য দিয়েই সেই নীতি স্বপ্রকাশ। যেমন তিনি বলেছেন দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়েজন বুঝিয়েছে? অন্যত্র তাঁর জীবনের অন্য আর এক নীতি কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে ব্যক্তি যে দেশে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশের জন্য হিত সাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম। এই দুটি নীতিকে কেন্দ্র করেই বিদ্যাসাগর এগিয়েছেন কঠিন এক পথে। তখন বঙ্গদেশ বঙ্গ সমাজের অবস্থা কেমন ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় হুতোম প্যাঁচার নক্সায়। হুতোমের লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি বঙ্গ সমাজের কথা। সেই সময়ের শিক্ষিত মানুষেরা অর্থ বিত্ত প্রভাব প্রতিপত্তি নাম ধাম ও ভোগ বিলাসে ছিল মত্ত। বিদ্যাসাগর সর্বদা ভোগ বিলাসে মত্ত বড়লোক রাজা জমিদার মুৎসুদ্দিনের এড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি অতি সাধারণ মানুষের বেশভূষাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিন জানতেন যে তিনি এক গরিব পরিবারে জন্মেছেন। তাঁর পিতা ঠাকুদাস দুটাকা বেতনে চাকুরি করেছেন। তিনি সর্বদা মনে রাখাতেন যে তিনি রান্না করে বাসন মেজে কাপড় কেচে পড়াশুনা করেছেন। তাই গরিবদের তিনি কোনওদিন ভোলেননি। এই জন্যই তার লড়াই ছিল দারিদ্রের বিরুদ্ধে। ১৯ শতকের নবজাগরণের লগ্নে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে কার্ল মার্কসের জন্মের দু বছর ব্যবধানে। কোথায় বঙ্গভূমি আর কোথায় জার্মানি। কিন্তু দারিদ্রের প্রতি এই দু'জনের দিশা এক। তাই বিদ্যাসাগর দরিদ্র মানুষের জন্য কাঁদেন। আর কার্লমার্কস দারিদ্র দূর করার নিদান দেন। তবে বঙ্গভূমিতে কালমার্সসের বার্তা সেই সময়ে পৌঁছেছিল কিনা সে সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে তার মতো করে বিদ্যাসার কার্ল মার্কসও তাঁর মতো করেই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই এক কেবল মাত্রায় তারতম্য। পঞ্চদশ সথকেই ইতালিতে সূচনা হয়েছিল ভাবনা। ইতালির সেই নবজাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের আনাচে কানাচে। তারপরে ইউরোপে এল যন্ত্রযুগ। যন্ত্রযুগের ভিত্তি বিজ্ঞান। গ্যালিলিও কোপারনিকাস এমন সব বিজ্ঞানীরা যোগাযোগ ও জীবন চর্চায় আধুনিকতা নিয়ে এলেন বেকল লক হবস প্রভৃতির বক্তব্যে ইউরোপ বস্তবাদের জোয়ার। এই বস্তুবাদকে কেন্দ্র করেই কান্টের অজ্ঞেয়বাদ ফুয়েরবাখের মানবতাবাদ জন্ম নিয়েছিল, সেকুলার ইউম্যানিজম। ভারতে ইংরেজরা আসার পরেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সূচনা। ইংরেজ বণিকদের ভারতের রাজদণ্ড অধিকার করার ফলে ইংরেজরা রাজ্যশাসনের প্রয়োজন বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষা শেখাতেও আরম্ভ করে। সেই ইংরেজি ভাষার উপর ভর করেই ভারতে এল বস্তুবাদী নবজাগরণ। ভারতের রাজধানি তখন কলকাতা। এই কলকাতাই হল ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান। এই পীঠস্থানে তখন ন্যূনতম ব্যক্তিত্ব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। তিনি ইউরোপের বস্তুবাদের স্বপক্ষে। ইউরোপের মানবতাবাদের সঙ্গী বিদ্যাসাগর। বঙ্গভূমিতে নবজাগরণ এল। এল সামাজিক সংস্কারের জোয়ার । বিদ্যাসাগর তার হোতা। তিনি বললেন দারিদ্র মোচন চাই। মানুষের মর্যাদা চাই। তিনি বললেন, সাংখ্য আর বেদান্তের মধ্যে কোনও সত্য নাই। এমন সাহসী উক্তি বঙ্গভূমিতে করার মতো সাহস কেউ দেখাতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের ইউরোপের বস্তুবাদ চর্চার এই হচ্ছে এক প্রত্যয়দর্শী পরিণাম। এইভাবেই বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে নবজাগরণের সার্থক পথপ্রদর্শক। আশচর্যের বিষয় বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করে কেউ টিকতে পারেননি। এই হল বিদ্যাসাগর। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। এই উক্তি মাইকেল মধুসূদনের।

বিদ্যাসাহরের ইউরোপের বস্তুবাদ চর্চার এই হচ্ছে এক প্রত্যয়দর্শী পরিণাম। এইভাবেই বিদ্যাসার হয়ে উঠেছিলেন । তিনি ছিলেন ভারতে নবজাগরণের সার্থক প্রথপ্রদর্শক আশচর্যের বিষয় বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করে কেউ টিকতে পারেননি। এই হল বিদ্যাসাগর। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। এই উক্তি মাইকেল মধুসূদনের। বিদ্যাসাগর ভারতের প্রথম গরিব দরদ্রি সারা জীবনই নিতি তার বজায় রেখে গেছেন। শেষ জীবনে কাড়মাটরে সাঁওতাল আদিবাসী হত দরিদ্রদের সেবা করে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গরিব দরদকে কোনও সাংগঠনিক রূপ দিতে পারেননি। বীরসিংগ গ্রাম কলকাতার দরিদ্র ও বিপন্ন মানুষ ও কাড়মাটারের হত দরিদ্র সাঁওতালরা এই যে প্রলিতারিয়েত জনগোষ্ঠী, তাদের পাশে সর্বদা বিদ্যাসার। তিনি কখনই মুনাফাখোর উপরতলার ক্ষমতা প্রদর্শকদের সঙ্গে। তিনি আছেন খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে। দুর্বল মানুষের সঙ্গে। জাত পাত সম্প্রদায় নির্বিশেষে অসুস্থ মানুষের সঙ্গে। তাঁর খেদ আমরা নিম্ন শ্রেণিকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চোখে দেখি। হায় শিক্ষিত শ্রেণির এতই অহংকা, এতই অভিমান দেশের শক্তি যাহারা আশা ভরসার স্থল যাহারা তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণিতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হয়। এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের ১৯ শতকের নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। রাজা রামমোহনেও তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন মানবতাবাদ দিয়ে, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের দাপটে খৃষ্ট ধর্মান্তর যখন বৃদ্ধির মুখে তখন রাজা রামমোহন স্থির করেন যে হিন্দু ধর্মের সংস্কার তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য। এইভাবেই প্রতিষ্ঠা হল ব্রাহ্ম ধর্মের । রামমোহন তাই হিন্দু ধর্ম সংস্কারক। বিদ্যাসাগর কিন্তু এই ধর্মের বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করলেন না। তিনি ছিলেন সেকুলার মানবতাবাদী প্রথম ভারতীয় ব্যাক্তিত্ব। নব জাগরগণের (রেঁনেশাসের) ঊষার আভাস যদি রাজা রামমোহন হয় তবে রাত্রির অন্ধকার দূর করে নব জাগরণের প্রথম রক্তিম সূর্য হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার। বিদ্যাসাগরের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্ম নিস্পৃহ তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন সেংখ্যা বেদন্ত মিথ্যা, তার মধ্যে সত্য নেই সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক ব্যালেস্টাইন বলেছিলেন যে কলেজ বার্কলের ইনকোয়ারি বইটি পড়াতে হবে। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বললেন, যে বার্কলের ইনকোয়ারি ভাববাদী এবং সাংখ্য বেদান্তের সমগ্রোত্রীয়। তাই এই বইটি কলেজে পড়ানো উচিত হবে না। ছাত্রদের নবজাগরণের সঙ্গে তাল রেখে পড়াতে হবে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ। এইভাবে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর লড়াই করেছিলেন।

দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের গোঁড়ামিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বিচার করে নস্যাৎ করেন। সবই বেদে আছে এই তত্ত্ব তিনি মানতেন না। তিনি মানতেন না যে প্রাচীনকালের ঋষিরা সর্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যেও গোঁড়ামি আছে। একটি উদাহরণ, বিতর্কিত হলেও বিদ্যাসাগর থেকেই পাওয়া। আলেকজান্দ্রিয়া শহর দখল করার পরে সেনাপতি আমরু খলিফাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আনেলকজান্দ্রিয়ার বড় লাইব্রেরিটির কি করা। উত্তরে খলিফা বলেছিলেন লাইব্রেরির যে বইগুলোর সঙ্গে কোরাণের সাদৃশ্য আছে সেই বইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কারণ কোরাণই যথেষ্ট আর সমর্থক বইয়ের প্রয়োজন নেই। আর যে বইগুলো কোরাণ বিরোধী তাদের ধ্বংস করতে হবে, কেননা কোরাণ বিরোধিতা তিনি (খলিফা) বরদাস্ত করবেন না। এইভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে একটি বিখ্যাত জ্ঞানের ভাণ্ডার (লাইব্রেরি) ধ্বংস হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর বলেছেন যে এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে গোঁড়ামি পরিত্যাজ্য।

বিদ্যাসাগর ছিলেন যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানীক ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী। মানবাদী প্রলিতারিয়েত এবং নির্ভীক। বিদ্যাসগর মানুষের বিশ্বাসী, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতে না পরলোকে। তিনি ছিলেন ইহলোক সর্বস্ব। আত্মায় বিশ্বস করতেন না, পরমাত্ম ছিল তার কাছে অগ্রহণীয়। পূজায় বিশ্বাস করতেন না তাই জীবনে কোন দিনই কোন পূজায় অংশগ্রহণ করেননি। কলকাতায় বাস করেছেন দীর্ঘদিন। কিন্তু কোন সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে বিদ্যাসাগহর পদার্পণ করেছেন বলে জানা যায়নি। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম আহিক করা। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও দিনই আহিত করতে না। বিশ্বাস করতেন না পাপ পূণ্যে। তাঁর বর্ণপরিচয় ধর্ম নিরপেক্ষ। সেখানে আছে সর্বদা সত্য কথা কহিবে। কদাচ মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা কথা বলা দোষ। সাধারণত লোকে বলে মিথ্যা কথা বলা দোষ। সাধারণত লোকে বলে মিথ্যা কথা বলা পাপ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা প্রদানে জন্য শনিবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা ও কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ছবি ঃ নিজস্ব

আগামী তিন মাসের মধ্যে তিনটি ‘ক’-কে শক্তিশালী করবেন, নববর্ষে অঙ্গীকার বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশের

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন আগামী প্রথম তিন মাসে তিনটি ‘ক’ শক্তিশালী করতে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছে অসম প্রদেশ বিজেপি। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে বিজেপি তিনটি উইকেট নেবে। এপ্রিল মাসে দখল করবে নির্বাচনি উইকেট। বলেছেন দলের প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা।

আজ শনিবার দলের প্রদেশ সদর দফতরে ‘সহযোগ নিধি অভিযান’-এর শুভারম্ভ অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন, ২০২২ সালে বিজেপি বিশেষভাবে তিনটি ‘ক’-কে শক্তিশালী করার পণ নিয়েছে। তিনটি ‘ক’ অর্থাৎ দলীয় কার্যালয়, কার্যকর্তা এবং কোষ (তহবিল)। অন্যদিকে নির্বাচনে দল হেট্রিক করবে বলেও আগাম ঘোষণা করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন, চলতি মাসের ২০ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে ঠেঙাল কছাড়ি স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন। ওই নির্বাচনের জন্য বিজেপি ১৭টি আসনে এবং ৫-টি আসনে শরিকদল অসম গণ পরিষদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

তাঁর দাবি ঠেঙাল কছাড়ির ২২টি আসনই বিজেপি মিত্রজোটের দখলে আসবে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি আরও বলেন, চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম সাফল্যের উপর ভরসা করে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় রাজ্যের পুরসভা নির্বাচনেও সফল হবে তাঁর দল।

বছরের প্রথম দিন আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করে ভবেশ কলিতা বলেন, মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় মাজুলি আসনে উপ-নির্বাচনেও জয়ী হবে বিজেপি। এভাবেই ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন রাজ্যের গেরুয়া নেতা ও কার্যকর্তাদের মনোবল চাঙ্গা করতে তিন মাসের মধ্যে পর পর তিনটি ক্ষেত্রে দলের অসাধারণ জয়লাভের হেট্রিক করার প্রত্যাশা ও দলীয় পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা।

এদিকে আগামী এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠেয় গুয়াহাটি, শিলচর এবং ডিব্রুগড় পুর নিগমের নির্বাচনে বিজেপির জয় হবে বলে দাবি করেন ভবেশ কলিতা।

উল্লেখ্য, বিজেপি বছরের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করেছে ‘সহযোগ নিধি অভিযান’। দলের তহবিল সংগ্রহের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম কুপন দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে। চলতি বছরের তিনটা বিন্দু অর্থাৎ তিনিটা ”ক” সফল করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর বিজেপি। প্রদেশ সভাপতির মতে, যেখানে শক্তিশালী দলীয় কার্যালয়, কার্যকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কোষ শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সেখানে দলের প্রত্যেক কার্যসূচি ও পরিকল্পনা সুনিশ্চিতভাবে সফল হয়ে উঠবে। শনিবার ‘সহযোগ নিধি অভিযান’-এর শুভারম্ভ করার পাশাপাশি নাট্যকার জিতেন শর্মা সম্পাদিত দলের মুখপত্র ‘বিজেপি বার্তা’ উন্মোচন করেছেন প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা।

এদিকে রহার কংগ্রেসি বিধায়ক শশীকান্ত দাস বিজেপিতে যোগদান করবেন কিনা সে ব্যাপারে আজও কোনও মন্তব্য করেননি প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

কোভিডে আক্রান্ত পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স) : সংগীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরে কোভিড পজিটিভ হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। বছরের প্রথম দিনই টলিউডের এক সুরকার এবং পরিচালক করোনায় আক্রান্ত হলেন। টুইট করে সে খবর দিলেন সৃজিত নিজেই।

শনিবার টুইট করে সৃজিত জানালেন, ‘কোভিডে আক্রান্ত আমি। নিজেকে সকলের থেকে আলাদা রেখেছি। গত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন, দয়া করে নিজেদের কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।’ সৃজিত জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী রফিয়াত রাশিদ মিথিলা এবং মেয়ে আয়রা খান আলাদা ঘরে থাকছেন। সৃজিত নিভৃতবাসে রয়েছেন সেই বাড়িতেই।

শনিবার বলি অভিনেত্রী মৃনাল ঠাকুর কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার খবর দেওয়ার পরেই টলিউডের সুরকার জিৎ জানান, তিনিও একই রোগে আক্রান্ত। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সৃজিতের কোভিড হওয়ার খবর মিলল।

গত ছয় দিনে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় ১০ গুণ বেশি বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে রাজ্যে। তারই প্রভাব পড়েছে টলিউডেও। করোনা-কাঁটায় বিদ্ধ হচ্ছেন একের পর এক তারকা।

আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে আংশিক লকডাউনের সম্ভাবনা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স) : এবার কোভিডের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটতে পারে নবান্ন। আর সেইমত আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে আংশিক লকডাউনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ দু’দিনের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে স্পষ্ট, কোভিডের ঢেউ উঠেছে রাজ্যে। চিকিৎসকদের মতে, এখনই সংক্রমণের গতিতে লাগাম টানতে না পারলে বিপদ অনিবার্য।

আংশিক লকডাউন ঘোষণা হলে সেক্ষেত্রে আগে স্কুল ও কলেজগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীই জানিয়েছেন, কোভিড বাড়লে স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনকি তিনি লোকাল ট্রেন কমিয়ে দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। নবান্ন সূত্রে খবর, তখন লোকাল ট্রেনের সংখ্যা কমিয়ে ৫০ শতাংশে নিয়ে আসা হতে পারে। অথবা স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হবে। ইতিমধ্যে কলকাতা পুরসভা ৫ জনের অধিক সংক্রামিত জায়গাগুলিকে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছে। ওই কনটেনমেন্ট জোনগুলিতে জিম ও সুইমিং পুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। আংশিক লকডাউন শুরু হলে তখন বন্ধের তালিকায় এর সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে সিনেমা হল, বার, রেস্তরাঁগুলি। এই পরিস্থিতিতে মামলার শুনানির জন্য আইনজীবীদের সশরীরে আসার দরকার নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। আপাতত মামলার শুনানি ভার্চুয়াল হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই মাসেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং বইমেলা। সেগুলি স্থগিত রাখার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে সূত্রের খবর।

হাওড়া বিল নিয়ে এজি-র সঙ্গে আলোচনা চান রাজ্যপাল

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : হাওড়া বিল নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে ভুল স্বীকার করেছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কারণ তিনি আদালতে বলেছিলেন, এই বিলে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যপাল। কিন্তু বিলে স্বাক্ষর করেননি তিনি। এ বার বিলটি নিয়ে এজি-র সঙ্গে কথা বলতে চান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এ নিয়ে শনিবার এজি-কে একটি চিঠিও দিয়েছেন তিনি।

বিলটি আটকানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১১ ডিসেম্বর তিনি বলেন, উনি (রাজ্যপাল) কেন বিলটি আটকে রেখেছেন তা বলতে পারব না। বিষয়টি তিনিই ভালো বলতে পারবেন। এদিকে, অধ্যক্ষের বক্তব্য নিয়ে এদিনই রাজ্যপাল বলেন, হাওড়া ও বালি পুরসভার বিলটি বিচারাধীন রয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলাম। সেই জবাব আসেনি। উল্টে আমার বিরোধিতা করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছ পাঠাব। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, বিল সম্পর্কিত যাবতীয় নথি যেন এজি-র কাছে থাকে। সেই নথি নিয়ে তিনি যেন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। বর্তমানে রাজ্যপাল দার্জিলিঙে রয়েছেন। নভেম্বর মাসে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশেনে হাওড়া-বালি পুরসভার বিভাজন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায়। পরে হাওড়াকে পৃথক পুরসভা করতে সংশোধনী বিল পাশ করে রাজ্য সরকার। বিলটি রাজ্যপালের স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয় রাজভবনে। কিন্তু রাজ্যপাল অভিযোগ করেছিলেন, তিনি বার বার চাওয়া সত্ত্বেও বিলটি সবিস্তার তাঁকে জানানো হয়নি। ফলে তাঁর পক্ষে স্বাক্ষর করা সম্ভব হচ্ছে না। বিলটি নিয়ে মামলাও হয় হাই কোর্টে। কিন্তু রাজ্যপাল বিলে সই না করায় হাওড়া পুরসভায় ভোট করা সম্ভব হয়নি।

২০২২-এ উত্তর কোরিয়ার মূল লক্ষ্য খাদ্য উৎপাদন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন : কিম

পিয়ংইয়াং, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : নতুন বছরের শপথে সুর বদলালেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। পরমাণু অস্ত্রের বদলে খাদ্য উৎপাদন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জোর দেওয়ার কথা বললেন তিনি। ক্ষমতা গ্রহণের ১০ বছর উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে ২০২২ সালের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে এমনটাই জানান এই নেতা।

কোরিয়ার ওয়ারকার্স পার্টি-র অষ্টম সেন্ট্রাল কমিটি প্লেনারি বৈঠক শেষ হয়েছে শুক্রবার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন কিম জং উন। সেখানেই তিনি দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন, “দেশে জীবন-মরণ লড়াই চলছে। তাই ২০২২-এ উত্তর কোরিয়ার মূল লক্ষ্য হবে আর্থিক উন্নয়ন।”

দলীয় বৈঠকে কিম তাঁর বক্তৃতার সিংহভাগ ব্যয় করেছেন গ্রামীণ উন্নয়ন, মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও স্কুল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর। ‘অসমাজতান্ত্রিক অভ্যাস’গুলির পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ চলবে।

করোনা মহামারির শুরু থেকেই দেশে অভ্যন্তরীণ লকডাউন জারি করে কিম সরকার। ফলে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উত্তর কোরিয়ার। ভেঙে পড়ে অর্থনীতি। তারই রেশ ধরে দেশে চূড়ান্ত খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংকট কাটিয়ে উঠতে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে আলোচনা বন্ধ রেখে কিম আর্থিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দিকে জোর দিতে চাইছেন। কয়েক দিন আগেও কিম নতুন বছরে একাধিক নীতিগত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়া এবং আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরও জোর দিয়েছেন। তবে এ বার সরাসরি দলের বৈঠকে তাঁর আর্থিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ তোলা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছে ওয়াকিবহাল মহল। ২০১১ সালে তাঁর বাবা প্রয়াত হওয়ার পর উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব বসেন কিম জং উন।এ বছর তাঁর প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব নেওয়ার ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে।

করোনা রোধে চিঠি দিয়ে রাজ্যগুলিকে ৫ দফা নির্দেশ দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে ফের ক্রমশ বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই করোনার বিস্তার রুখতে রাজ্যগুলিকে অস্থায়ী হাসপাতাল বানিয়ে কোভিড বিছানা বাড়ানো সহ ৫ দফার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে।

সব রাজ্যকে পাঠানো চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি ছাড়াও সমস্ত জেলা স্তরে কন্টোল রুম তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই চিঠিতে।

একইসঙ্গে নিভৃতবাসে থাকা রোগীদের উপর বিশেষ নজরদারি রেখে প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করা এবং কোভিড চিকৎসার জন্য অক্সিজেন, ওষুধ সহ পরিকাঠামো বাড়ানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংক্রমণ রুখতে কোভিড আক্রান্তদের সংস্পর্শে কারা ছিলেন এবং তাঁদের নিভৃতবাসে পাঠানোর দিকেও বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এপিএসসিতে অসমিয়া ভাষা, রাজ্য থেকে আফসপা প্রত্যাহার, অসমচুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমিয়া ভাষায় দেওয়া যাবে আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি)-এর পরীক্ষা। স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন কইনাধরা পাহাড়ে রাজ্য অতিথিশালায় তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া আজকের অনুষ্ঠানে তাঁর সাত মাসের সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের সাফল্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার তথ্যও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা, এপিএসসি ও অসমিয়া ভাষা, ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদা, সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন (আফসপা), আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার গৃহীত পদক্ষেপের তথ্য দিয়েছেন তিনি। নতুন বছর কী কী কার্যপন্থায় তাঁর সরকার এগিয়ে যাবে সে সম্পর্কে বিশদভাবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা নিয়ে আমরা এগোতে পারছি না। এ সম্পর্কে আসু (সারা অসম ছাত্র সংস্থা)-র সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।’ ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদা দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ‘বিদ্যমান জনজাতির মর্যাদাপ্রাপ্তরা এ ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা মনে করেন, ওই ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদা দিলে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এ সঙ্গে ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতাকরণের প্রতিবেদন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে পারছি না। কেননা, দিলেই অসমে রক্তগঙ্গা বইবে। তবে মরান এবং চুতিয়াদের জনজাতির মর্যাদা দিতে বিদ্যমানরা রাজি হয়েছেন। আশা করছি, মটক সহ অন্যদেরও জনজাতির মর্যাদা দিতে রাজি হবেন তাঁরা। আগামী ছয়মাসের মধ্যে জনজাতিদের যৌথমঞ্চের সঙ্গে এ সম্পর্কে আরেক দফা আলোচনায় বসব। আশা করছি, তাঁরা রাজি হবেন।’ বলেন মুখ্যমন্ত্রীসঙ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা প্রসঙ্গে বলেন, আগামী চার মাসের পর অসমে পুনরায় রিনিউ হবে আফসপা। সে সময় রাজ্যের পক্ষ থেকে দু-তিনটি এলাকা ছাড়া অন্যত্র থেকে আফসপা প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তখন ভাবা হবে কোন কোন অঞ্চল থেকে আফসপা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি)-এর পরীক্ষা এখন থেকে অসমিয়া ভাষায় দেওয়া যাবে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমিয়া ভাষা রক্ষার দায়িত্ব কেবল সরকারের নয়, অসমিয়া সমাজেরও এই দায়িত্ব নিতে হবে। ভাবতে হবে, বিজেপি যদি শাসনক্ষমতায় না এসে আজমল সাহেব আসেন (এআইইউডিএফ), তা হলে অসমিয়া ভাষা কি রক্ষা হবে? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এছাড়া এখন থেকে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির প্রবেশিকা পরীক্ষাও অসমিয়ায় হবে। অসমে এখন স্বচ্ছতার সঙ্গে সব কাজ হবে। পুরনো দিন গত। রাজ্যে খারাপ কাজ করার সাহস আর কেউ করবে না। দু-নম্বরি পদ্ধতিতে ভরতি, এ সবের দিন চলে গেছে।

রাজ্যে একদিনে দৈনিক করোনা আক্রান্ত ৪৫১২, কলকাতা একাই ২৩৯৮

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স) : ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে করোনা। গত ছয় দিনে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যায় ১০ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেল রাজ্যে। শুধু কলকাতাতেই দৈনিক আক্রান্ত ছাড়াল দু’হাজার। পাল্লা দিয়ে অস্বাভাবিক হারে সংক্রমণ বাড়ছে মহানগরী সংলগ্ন হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। শুধু তাই নয়, রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণের হারও ১০ শতাংশ ছাড়াল। বাড়ল মৃত্যুও। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন সংক্রমণ ৪৫১২, কলকাতা একাই ২৩৯৮ জন।

রাজ্যে ২৫ ডিসেম্বরের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণের হার । শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ৫১২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে পজিটিভির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.০২ শতাংশ। গত ৩৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৯ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন বুলেটিন অনুযায়ী, কলকাতায় একদিনে ২ হাজার ৩৯৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গিয়েছে ২ জন। আক্রান্তের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে শহর লাগোয়া জেলা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। সেখানে একদিনে ৬৮৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে দু’জনের। এর পরেই রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা। এখানে ২৪ ঘণ্টায় ২৪১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এখানেও একদিনে ২ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে।

কোভিডের এই বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটতে পারে নবান্ন। শেষ দু’দিনের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে স্পষ্ট, কোভিডের ঢেউ উঠেছে রাজ্যে। চিকিৎসকদের মতে, এখনই সংক্রমণের গতিতে লাগাম টানতে না পারলে বিপদ অনিবার্য। দেওয়াল লিখন বুঝতে পেরে সম্ভবত ৩ জানুয়ারি থেকে আংশিক লকডাউন ঘোষণা করতে পারে রাজ্য।

নতুন বছরে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানকে কোভিড টিকা পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স) : নতুন বছরের প্রথম দিনই তালিবান শাসিত আফগানিস্তানকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ভারত। সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি কোভ্যাক্সিনের ৫ লক্ষ ডোজ পাঠানো হল কাবুলে। শনিবার কাবুলের ইন্দিরা গান্ধী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর। এর জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তালিবান সরকার। এই ৫ লক্ষ ডোজ সে দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে ভারত থেকে দেড় টনেরও বেশি চিকিৎসার সরঞ্জাম পাঠিয়েছিল ভারত। তবে তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। সেবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল, ”আমরা পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানকে জরুরি পণ্য — গম ও চিকিৎসার সরঞ্জাম পাঠাব। এজন্য রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।” সেইমতো ২০২২ সালের প্রথম দিনই কাবুলকে পাঠানো হল করোনা টিকার ৫ লক্ষ ডোজ।

বিমান বাহিনীর শক্তি বাড়াতে ৩.১ বিলিয়ন ডলারের হেলিকপ্টার-বিমান কিনছে ইসরায়েল

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াচ্ছে ইসরায়েল। নিজেদের বিমান বাহিনীর শক্তি বাড়াতে ৩.১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আমেরিকার কাছ থেকে ১২টি লকহিড মার্টিন কর্প সিএইচ-৫৩কে হ্যালিকপ্টার ও দুটি বোয়িং সিও কেসি-৪০ রিফুয়েলিং বিমান কেনার চুক্তি করেছে ইসরাইল। এমনই তথ্য দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুই পক্ষ চাইলে আরও ছয়টি হ্যালিকার কেনার জন্য চুক্তি করতে পারবে ।হ্যালিকপ্টারের প্রথম বহরটি ইসরায়েলে যাবে ২০২৬ সালে। ইসরায়েলের বিমান বাহিনীর চিফ অব ম্যাটারিয়াল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিমন তেনসিপার জানিয়েছেন, রিফুয়েলিং বিমান দুটিও ২০২৫ সালের আগে তাদের হাতে আসবে না। তবে তারা আগে আগে বিমান দুটি পাওয়ার চেষ্টা করবেন। ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, রিফুয়েলিং বিমানগুলো ইরানের নিউক্লিয়ার স্থাপনায় আঘাত হানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।এদিকে বিগ্রেডিয়ার সিমন তেনসিপার জানিয়েছেন, বর্তমানে তাদের যে কয়টি রিফুয়েলিং বিমান আছে, ইরানে আঘাত হানতে এগুলোই যথেষ্ট। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক ও আইনি মানদণ্ডে এই অপরাধের জন্য নিশ্চিতভাবে মার্কিন সরকার দায়ী। শহীদ জেনারেল সোলাইমানি মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ইরানের মূলনীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি যখন ইরাক ও সিরিয়ায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন তখন তাকে হত্যা করার মাধ্যমে আমেরিকা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের দ্বৈত চরিত্র উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০20 সালের ৩ জানুয়ারি ইরাকের রাজধানী বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে মার্কিন সেনারা হত্যা করে। ওই হামলায় ইরাকের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পপুলার মোবিলাইজেশন ইউনিটের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড আবু মাহদি আল মুহান্দিসও নিহত হন।

শনিবার আগরতলায় উদ্‌যাপিত হয়েছে অদ্বৈত মল্ল বর্মনের জন্মজয়ন্তী। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিক্ষা গ্রহণে শিশুর অক্ষমতা বোঝার উপায়

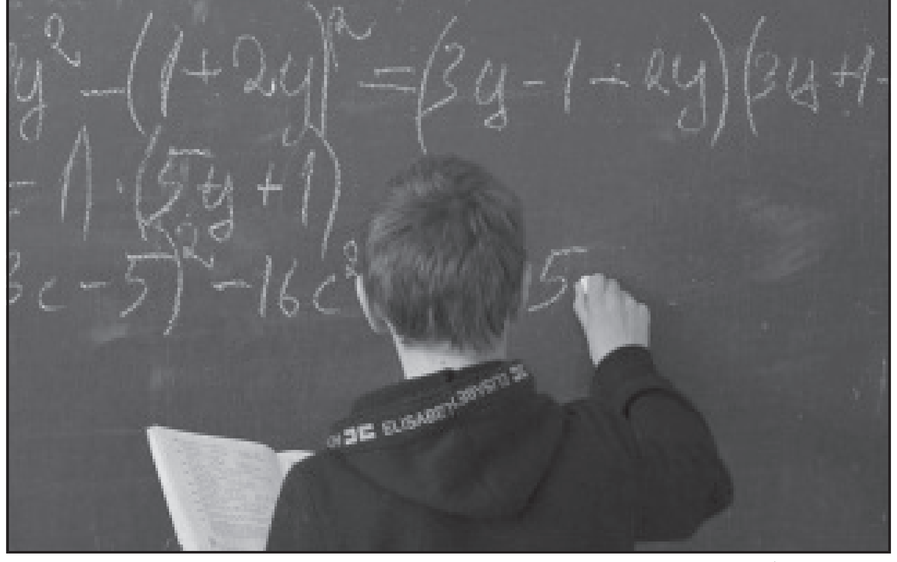

'ডিসকালকুলিয়া' সমস্যা থাকলে শিশুর কোনো কিছু শিখতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় 'ডিসকালকুলিয়া' এক ধরনের শেখার অক্ষমতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ উপায়ে যে কোনো সংখ্যাযুক্ত তথ্য কিংবা পদ্ধতি শিখতে, বুঝতে ও রপ্ত করতে পারেনা।
ফলে যেকোনো হিসাব, সংখ্যার ক্রম ও গাণিতিক যুক্তি তাদের বুঝতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার সম্পর্ক, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশনা, সময় দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় অস্বাভাবিক মাত্রায়।
স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।
লক্ষণ স্বাভাবিক যেকোনো হিসাব বুঝতে না পারার সমস্যার তীব্রতা নির্ভর করবে এর কারণ এবং যিনি পারছেন না তার বয়সের ওপর। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মাঝে 'ডিসকালকুলিয়া'র লক্ষণ বিভিন্ন হতে পারে।
স্কুলের আগে: দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের অক্ষরজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। 'ডিসকালকুলিয়া'র সমস্যা থাকলে এসময় শিশুর ১ থেকে ১০ গুনতে অস্বাভাবিকমাত্রায় সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা ১০০ পর্যন্ত গুনতে না পারা পর্যন্তও গড়াতে পারে।
অনেকগুলো বস্তু একটি একটি করে গুনতে অসুবিধা হতে পারে। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক বস্তুর একাধিক সমষ্টিকে একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই ধারণা তাদের বুঝতে অসুবিধা দেখা দেবে।
যেমন- পাঁচ সংখ্যাটি দিয়ে পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি কলা, পাঁচটি কুকুর এই সবগুলোকেই চিহ্নিত করা যায় সেটা তারা ধরতে পারে না। এক থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে বা চিনতে সমস্যা হয়। আবার সংখ্যার ক্রমানুসারে গোনার সময় কিছু সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার অবস্থায়: ছয় থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সমস্যার চেহারা পাল্টায়। দুই, পাঁচ ও ১০ এর ঘরের সংখ্যাগুলো গুনতে সমস্যা হয়। মনে মনে অঙ্ক কষতে পারে না। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলো চিনতে পারে না। একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা ছোট কিংবা বড় এই বিষয়টা মাথায় আসে না। সাধারণ যোগ যেমন- ১০ এর সঙ্গে ১০ যোগ করলে ২০ হয়, এটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আবার পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে যদি ১০ হয়, তবে ১০ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে পাঁচ হবে, এই সম্পর্ক তারা বুঝতে পারেনা।
ডান, বাম চিনতেও অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক যেকোনো খেলা তারা এড়িয়ে চলবে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়: এই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। মানচিত্র, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তারা বুঝতে পারেনা। দৌড়ানো, যানবাহন চালানো ইত্যাদি যেসব কাজে গতি ও দূরত্বের আন্দাজ থাকা জরুরি সেই কাজগুলোতে তারা প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়।
রোগ চেনার উপায়
সব লক্ষণ বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই সন্দেহ হলে প্রথমেই সন্তানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পেশার খাতিরে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় একজন শিশুর কতটুকু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক সেটা শিক্ষকরাই ভালো জানবেন। 'ডিসকালকুলিয়া'তে আক্রান্ত সব শিশুর লক্ষণ পুরোপুরি এক হবে না। তাই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। গুনতে না পারাই এই রোগ চিহ্নিত করার প্রধান উপায়। বিভিন্ন আকার-আকৃতি চেনা এবং আঁকতে পারা অঙ্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই স্মৃতি থেকে কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আঁকতে পারছে কি-না সেটাও 'ডিসকালকুলিয়া' চেনার একটি পদ্ধতি। এমন আরও বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন শিশুর এই সমস্যা আছে কি-না, আর থাকলে তার তীব্রতা কতটুকু।

ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য 'সাপ্লিমেন্ট' প্রায় সকলের কাছে সহজ একটা উপায় হিসেবে পরিচিত। আর মানুষ এটাও ভেবে নেয় যে প্রয়োজন না থাকলেও কোনো পুষ্টি উপাদানের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কখনই ক্ষতিকর নয়।
'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়ার এই হুজুগের মাঝে অন্যতম হল ভিটামিন ই।
যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের পরিসংখ্যান বলে, ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিদিন ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। তবে তা উপকারের চাইতে তাদের ক্ষতিই করে বেশি।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞদের দাবি, "ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতার পেছনে শক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বললেই চলে। উল্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর।"
স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অংশ ভিটামিন ই: গমের অঙ্কুর থেকে তৈরি তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, পার্সলে, অ্যাভোকাডো, কুমড়ার দানা, সূর্যমুখীর বীজ, পালংশাক ইত্যাদিসহ আরও অনেক খাবার থেকে ভিটামিন ই মেলে। এই ভিটামিনটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ঘরানার।
যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফল হেলথ (এনআইএইচ)'য়ের 'অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের ভাষ্যমতে, "অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'য়ের কাজ হল 'ফ্রি র্যাফডিক্যাল' বা মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরের কোষকে রক্ষা করা। এই মুক্ত মৌলই দায়ী ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য।"
ভিটামিন ই একটি একক বস্তু নয়, একাধিক উপাদানের সমষ্টি, যা অসংখ্য উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৫ গ্রাম ভিটামিন ই প্রয়োজন। আর তার সবটুকুই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব।
অপরিদিকে, ভিটামিন সি শরীরে সংরক্ষণ হয় না। তবে ভিটামিন ই'য়ের সেই সমস্যা নেই। দৈনিক ভিটামিন ই'য়ের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্টটুকু তাৎক্ষণিত শরীর জমা করে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।
অতিরিক্ত ভিটামিন ই: এনআইএইচ'য়ের অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের মতে, ভোজ্য উৎস থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন ই শরীরের জমা হলে সমস্যা হয় না। তবে উৎস যদি 'সাপ্লিমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।
অতিরিক্ত ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সামান্য কাটাছড়ায় প্রচুর রক্তপাত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ ১০০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এর বেশি হলে সমস্যা হবে তার উৎস যাই হোক না কেনো।
আবার 'সাপ্লিমেন্ট' থেকে ভিটামিন ই আসলে এই সর্বোচ্চ মাত্রার নিচেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।
এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পুরুষ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন ১৮০ মি.লি.গ্রাম 'সিনথেটিক' ভিটামিন ই গ্রহণ করেছেন, তাদের 'প্রস্টেট ক্যান্সার'য়ের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকগুন বেশ ছিল।
ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া: এনআইএইচ'য়ের দাবি, ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিলে ওই ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করা কিংবা পার্শ-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন- 'অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট' ও 'অ্যান্টিপ্লেটলেট' ধরনের ওষুধের সঙ্গে মিলে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে রক্তপাতের মাত্রা বাড়ায়। আবার অন্যান্য 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম ভিটামিন ই'য়ের 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। কেমোথেরাপি ও অন্যান্য রেডিয়েশন থেরাপি'য়ের কার্যকারিতাও কমায় ভিটামিন ই। ভিটামিন ই'য়ের অভাব দুর্লভ ঘটনা এই ভিটামিনটি এতো বেশি খাবারে পাওয়া যায় যে এর অভাব তৈরি হওয়ার ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আর একই কারণে এই ভিটামিনের 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার পরামর্শ খুব কমই দেন বিশেষজ্ঞরা।
যারা গ্রহন করেন, বেশিরভাগই নিজের সিদ্ধান্তে। প্রয়োজন নেই তারপরও ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কতটুকু ক্ষতিকর বা আদৌ ক্ষতিকর কি-না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতান্তর আছে।
আর শুধু ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'ই নয়, যেকোনো ভিটামিন 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার আগে এমনকি যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে তা প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ওজন কমাতে সকালে দুবার জলখাবার

সকালের নাস্তায় দিনের অন্যান্য বেলার খাবারের তুলনায় ভারী ও পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়াকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এতে বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ে, লম্বাসময় পেট ভরা থাকে এবং চর্বি ও ক্যালরি খরচের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
এই ধারনা অনুসরণ করতে অনেকেই সকালে দুইবার নাস্তা খান অনেকেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হালকা কিছু থেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি বা 'জগিং' করে এসে আবার ভারী নাস্তা খাওয়া হয়। এতে সকালের খাবারটা ভারী হয়।
স্বাস্থ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর এর সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে জানানো হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে।
ওজন নিয়ন্ত্রণে: যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাট'য়ের বিশেষজ্ঞরা ১২টি বিদ্যালয়ের ৬শ' শিক্ষার্থীকে নিয়ে দুই বছর ধরে গবেষণা চালান এই বিষয় সম্পর্কে জানতে।
পুরো সময় ধরে তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে বেরিয়ে আছে দৈনিক খাবার গ্রহণের ছয়টি ভিন্ন অভ্যাস। সেগুলো হল- সকালের নাস্তা বাদ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাবস্থায় অনিয়মিতভাবে খাওয়া, ঘরে খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকা, বিদ্যালয়ে থাকাকালে অতিরিক্ত খাওয়া, বাসায় উল্টোপাল্টা খাওয়া এবং সকালে দুইবার জলখাবার খাওয়া।
গবেষকদের দাবি, সকালে হালকা কিছু খাওয়ার মাধ্যমে বিপাকক্রিয়া সক্রিয় হয়। এরপর এক থেকে দুই ঘণ্টা বিরতির দিয়ে আরেকবার ভারী নাস্তা খেলে দুপুরের খাবার খাওয়া আগ পর্যন্ত ক্ষুধা অনুভূত হয় না। পাশাপাশি উল্টোপাল্টা 'স্ন্যাকস' খাওয়া ইচ্ছা দেখা দেয় না বললেই চলে। আর গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা সকালের দুবার লজখাবার খায় তাদের তুলনায় যারা সকালে একেবারেই কিছু খায় না তাদেরই দীর্ঘমেয়াদে ওজন বেড়েছে বেশি।
দুইবার নাস্তা খাওয়া সঠিক উপায় প্রথম নাস্তা খেতে হবে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যে। এরপর বেরিয়ে যেতে পারেন শরীরচর্চায়। হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো, 'স্ট্রেচিং', 'কার্ডিও' ব্যায়ামই যথেষ্ট এসময়। তবে ভারী ব্যায়ামও করতে পারেন। শরীরচর্চা শেষে হাতমুখ ধুয়ে এবার বসতে হবে মূল সকালের নাস্তায়। শরীরচর্চা এ সময় ক্ষুধা তৈরি করবে। ফলে সকালের খেতে ইচ্ছা না হওয়ার সমস্যাটা থাকবে না। মূল নাস্তায় প্রোটিনের মাত্রা বেশি রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে বিষয় হল
সকালে দুইবার খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ উপকারী হওয়া সম্ভব যদি তা সঠিকভাবে এবং নিয়মিত মেনে চলা হয়। এখানে অবশ্যই খাবারের পরিমাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকতে হবে। খাবারের তালিকা খুব বেশি জটিল করা যাবে না। 'লিন প্রোটিন' বা চর্বি হীন মাংস, ভোজ্য আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর সকালের ভারী খাওয়ার পর দুপুর ও রাতের খাবারের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ক্ষুধা নেই, তবে মজার খাবার পেয়ে জোর করে দুপুরে কিংবা রাতে বেশি খেলে সবই হবে পণ্ডশ্রম।

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পানি পান করা। তবে সেই পানিতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে?
স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত।
ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্টোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে পানিতে মেশানো হয় পানিতে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত।
উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে পানি বেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক পানির মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। 'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোপকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর পানি পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর পানি ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দতা সামান্য কমলেই মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ুকোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল পানি আর দুই কাপ সাধারণ পানি একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন ?

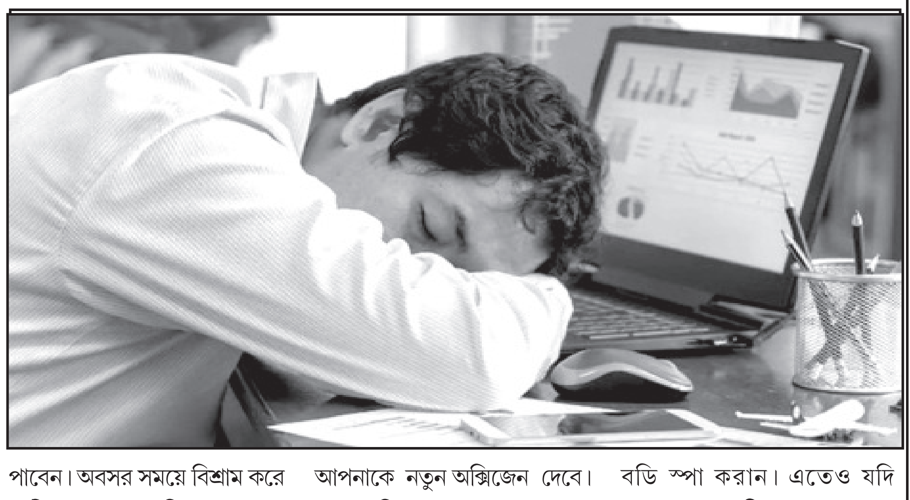

পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন। দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।
শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন। অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান। এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই।

১০০ দিনের পঠন প্রচার কর্মসূচির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি ঃ নিজস্ব

বর্তমানে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের বেশি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): বর্তমানে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের বেশি। জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২১ সালে শুধুমাত্র ইউপিআই-এর মাধ্যমে প্রায় ৭০ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন করেছে ভারত। বর্তমানে ভারতে ৫০ হাজারেরও বেশি স্টার্ট-আপ কাজ করছে। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সুবিধার দশম কিস্তি প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৩৫১টি কৃষক উৎপাদক সংস্থাকে (এফপিও) ১৪ কোটি টাকারও বেশি একটি ইক্যুইটি অনুদানও প্রদান করেছেন, এর ফলে ১.২৪ লক্ষেরও বেশি কৃষক উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'দেশের কোটি কোটি কৃষক পরিবার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকরা প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধির দশম কিস্তি পেলেন আজ। কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে আমাদের অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের বেশি। ভারতে রেকর্ড বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে। জিএসটি সংগ্রহে পুরনো রেকর্ডও ভেঙে ফেলা হয়েছে।' মোদীর সংযোজন, '২০২১ সালে শুধুমাত্র ইউপিআই-এর মাধ্যমে প্রায় ৭০ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন করেছে ভারত। বর্তমানে ভারতে ৫০ হাজারেরও বেশি স্টার্ট-আপ কাজ করছে। এর মধ্যে গত ৬ মাসে ১০ হাজারের বেশি স্টার্ট-আপ গঠিত হয়েছে।'

প্রয়াত পুত্রের তোলা ছবি দিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা ইয়েচুরির

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রয়াত পুত্র আশিসের তোলা ছবি দিয়ে টুইটে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। মনিপুরের লোকতাক লেকের একটি সুন্দর ছবি শনিবার টুইটারে দিয়ে ইয়েচুরি লিখেছেন, "এটি আমার প্রয়াত পুত্র আশিসের তোলা ছবি। নিচে লেখা ২০১৮-র ১১ সেপ্টেম্বর তোলা। ২০২১-এর ২২ এপ্রিল টুইটারে ইয়েচুরি লেখেন, 'অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার বড় ছেলেকে হারালাম। সকালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আশিসের। যাঁরা আমাদের পাশে ছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ। সমস্ত ডাক্তার, নার্স, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য।'

ফের নজরবন্দি জম্মু-কাশ্মীরের ৩ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীনগর, ১ জানুয়ারি (হি.স) : জম্মু-কাশ্মীরের পুনর্বিন্যাস কমিশনের সুপারিশ বিরোধিতা করায় বছরের প্রথমদিনেই নজরবন্দি করা হল জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতা এবং তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। পিপল অ্যালায়েন্স ফর গুপকার ডিক্লারেশনের পদযাত্রার আগেই বাড়িতে আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি সহ একাধিক নেতাকে। হাই-সিকিউরিটি জোন শ্রীনগরের গুপকার রোডে তাঁদের বাড়িতে তালাও দেওয়া হয়েছে। আজ তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গৃহবন্দি থাকলেও পিডিপি এবং এনসির কর্মীরা পুনর্বিন্যাস কমিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতায় বিক্ষোভ মিছিল করেন। তবে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকরা বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। ন্যাশানাল কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা টুইটে নজরবন্দি হওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, নতুন বছরে পুলিস এরকম ভাবে গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের তালাবন্দি করে রাখছে। রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে আটক করার প্রসঙ্গে অ্যালায়েন্সের মুখপাত্র সিপিএম নেতা এম ওয়াই তারিগামির বক্তব্য, উপত্যকার প্রশাসন ভীত। সে কারণেই শান্তিপূর্ণ পদযাত্রাতেও আপত্তি জানাচ্ছে তারা।

সূত্রের খবর, তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য বেশ কয়েকজন নেতার বাড়ির বাইরে বিশাল পুলিসবাহিনী মোতেয়েন করা হয়েছে। সেখান থেকে কাউকে বেরোতে-ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ফারুক আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীণ গুপকার জোট সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা বণ্টন নিয়ে ডিলিমিটেশন কমিশনের খসড়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে ভূমিধসে মৃত্যু দু'জনের, খোঁজ নেই অনেকের

হিসার, ১ জানুয়ারি (হি.স.): হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলায় ভূমিধসের নীচে চাপা পড়ল খনির কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি গাড়ি। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে তোশাম ব্লকের দাদাম মাইনিং অঞ্চলে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছেন দু""জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন নিখোঁজ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, উদ্ধারকাজ চলছে। মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান হরিয়ানার কৃষি মন্ত্রী জে পি দালাল। কৃষি মন্ত্রী জানিয়েছেন, কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। যে কয়েকজনকে বাঁচানো সম্ভব সেই চেষ্টা চলছে। চিন্তিত হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। গোটা পরিস্থিতির দিকে তাঁর নজর রয়েছে।

দিল্লিতে ওমিক্রন সংক্রমিত সংখ্যা বেড়ে ৩৫১

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স) : রাজধানী দিল্লিতে করোনার পাশাপাশি এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন বিপদও বাড়ছে। শনিবার দিল্লিতে ওমিক্রনের ৩১ জনের সংক্রমণ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এখন ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৫১ হয়েছে। দিল্লি সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। শুক্রবার রাজধানীতে কোভিড-১৯-এর ১৭৯৬টি মামলার খবর পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, ওমিক্রন দেশের ২৩ টি রাজ্যে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে সর্বাধিক ৪৫৪জনের সংক্রমণ হওয়ার খবর মহারাষ্ট্রে রয়েছে। একই সময়ে দিল্লি ৩৫১ টি কেস নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ওমিক্রনের ক্রমবর্ধমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি সরকার অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল মানুষকে করোনা প্রোটোকল মেনে চলার অনুরোধ করেছেন। রাজ্যে স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনার নতুন রূপের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত দিল্লি।

উত্তরপ্রদেশে জিতলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে সপা, ঘোষণা অখিলেশের

লখনউ, ১ জানুয়ারি (হি.স) : আম আদমি পার্টির পথেই পা বাড়াল সমাজবাদী পার্টি। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের মুখে সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের বড় ঘোষণা, ভোটে জিতলে রাজ্যের মানুষকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে সমাজবাদী পার্টির সরকার। শনিবার বছরের প্রথমদিন লখনউয়ে এই ঘোষণা করেন অখিলেশ যাদব। পাশাপাশি তাঁর আরও ঘোষণা, চাষবাসের জন্য কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে সপা সরকার। কিছুদিন আগেই আম আদমি পার্টি উত্তরপ্রদেশে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। তারা জানিয়েছিল, ভোটে জিতলে তারা ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ফ্রি-তে বিদ্যুৎ দেবে। এবার ভোটারদের মন জিততে আপের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে হাতিয়ার করলেন অখিলেশ। শনিবার লখনউয়ে দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে করেন সপা সুপ্রিমো। সেখানে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে দলকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি। রাজনৈতিক মহলও মনে করছে, আসন্ন ভোটে বিজেপিকে কড়া টক্কর দিতে চলেছে সমাজবাদী পার্টি। অখিলেশও এদিন কার্যকর্তাদের জানান, মানুষের সমর্থন সপার দিকেই আছে। উত্তরপ্রদেশে এবার তারাই সরকার গঠন করবে।

সোলাইমানি হত্যার জন্য বর্তমান বাইডেন প্রশাসনও দায়ী করল ইরান

তেহেরান, ১ জানুয়ারি (হি.স.): কাসেম সোলাইমানি হত্যার জন্য বর্তমান বাইডেন প্রশাসনও দায়ী করল ইরান। ইরানের বিপ্লবী গার্ডসের এলিট ফোর্স কুদসের কমান্ডার কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে এই কথা বলেছে। দুই বছর আগে ইরাকের বিমানবন্দরের নিকট এক ড্রোন হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ডসের এলিট ফোর্স কুদসের কমান্ডার কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়। তার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে এক বিবৃতিতে ইরান বলেছে, শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করার জন্য আমেরিকার আন্তর্জাতিক দায় রয়েছে। সোলাইমানিকে হত্যা করার যে পদক্ষেপ ওয়াশিংটন নিয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে একটি 'সন্ত্রাসী হামলা'। তৎকালীন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশে এই হামলা চালানো হয়। তবে ইরান বলছে, এ দায় এখন হোয়াইট হাউজের তথা বর্তমান বাইডেন প্রশাসনের।

৫-৬ জানুয়ারি তুষারপাতের সম্ভাবনা, ফের পারদ চড়ল কাশ্মীর উপত্যকায়

শ্রীনগর, ১ জানুয়ারি (হি.স.): ফের তাপমাত্রার পারদ কিছুটা চড়ল কাশ্মীর উপত্যকায়, একটু তাপমাত্রা বেড়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। তাপমাত্রা বাড়লেও, কাশ্মীর ও লাদাখের সর্বত্রই হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রার পারদ। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৫ থেকে ৬ জানুয়ারি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। শুক্রবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৪ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ৬ ডিগ্রি, পহেলগামেও মাইনাস ৬ ডিগ্রি। লাদাখ এই মুহূর্তে সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে, লেহ-তে শুক্রবার রাতের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৩.২ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১২.৩ ডিগ্রি এবং দ্রাসে তাপমাত্রা একটু বেড়ে মাইনাস ১৬.৮ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

তামিলনাড়ুতে বাজি তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুনে মৃত ৪, আহত ৭ জন

ভিরুধুনগর, ১ জানুয়ারি (হি.স.): তামিলনাড়ুর ভিরুধুনগর জেলায় আতশবাজির ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৪ জন কর্মী। শনিবার সকালে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে ভিরুধুনগর জেলার নাথামপট্টির কাছে কালাথুর গ্রামে। ৩৮ বছর বয়সী সি ভাজহিভিড্ডু মুরুগান ওই ফ্যাক্টরির মালিক। ওই ফ্যাক্টরিতে মোট ১০টি রুম রয়েছে। সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা।

স্থানীয় বাসিন্দারা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা মাত্রই পুলিশে খবর দেন, খবর পেয়ে চলে আসে পুলিশও। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে বাজি কারখানাটি। মৃত্যু হয় এস কুমার (৩৮), পি পেরিয়াসামি (৬৫), এস ভীরাকুমার (৪০) এবং পি মুরুগেসন (৩৮) নামে ৪ কর্মীর। বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৭ জন, তাঁদের মধ্যে একটি ৮ বছরের শিশু রয়েছে। প্রত্যেককে সিভাকাশির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যে কোনও কাউকে আর পিএসও নয়, মন্ত্রিসভায় গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত সহ এ বছর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে এখন থেকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ব্যবসায়ী, ছাত্রনেতা প্রমুখদের জন্য প্রদত্ত ব্যক্তিগত দেহরক্ষী (পিএসও) প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিমন্তবিশ্ব শর্মার ক্যাবিনেট। আজ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন কইনাধরা পাহাড়ে রাজ্য অতিথিশালায় তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে পিএসও সম্পর্কে এবং অন্য বিষয়ে গৃহীত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কিছু তথ্য শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আসার আগে তাঁর মন্ত্রি পরিষদের সঙ্গে আয়োজিত ৩২-তম বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এসে আজ গৃহীত সিদ্ধান্তের আংশিক তথ্য দিতে গিয়ে প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী পিএসও প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বলেন, এখন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবে সাত থেকে আটটি কনভয়। আগে ছিল ২২ থেকে ২৫টি। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও কার্যক্রমে অন্য মন্ত্রী যদি যান তা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পাবেন না পূর্ববৎ আলাদা কনভয়।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ই যথেষ্ট। আগামীকাল থেকেই তিনি তাঁর কনভয়ের বহর কমাবেন বলে আজ সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এছাড়া রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক, ব্যবসায়ী, ছাত্রনেতা প্রমুখদের জন্য প্রদত্ত ব্যক্তিগত দেহরক্ষী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। তাছাড়া, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগণও পাবেন না কোনও দেহরক্ষী। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেন, কেবল সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই পাবেন পিএসও। কেননা, পিএসওকে স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে আর ব্যবহার করতে দেবে না তাঁর সরকার। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৪,৪০০ জনকে দেওয়া হয়েছি পিএসও। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আছেন ২,৫২৬ জন পিএসও। ৫২ জন আছেন প্রাক্তন তথা আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে। এতে রাজকোষ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। তবে, নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি যদি কারও আছে বলে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন মনে করে তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া হবে পিএসও। কেবল তা-ই নয়, এখন থেকে কোনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পাবেন না সরকারি আবাসও।

আজ প্রায় আটটি বিষয়ে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমে ২,৫০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ হবে। এছাড়া কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় ছয় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এলিভেটেড করিডোর নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, শোণিতপুর জেলার মিসা থেকে তেজপুর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের নীচে তৈরি হবে সুরঙ্গ।

স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে পেরেছে তাঁর সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পের বলে ভূমির মালিকদের স্বস্তি প্রদানের পাশাপাশি দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পেনশন প্রকল্প, শহিদ কুশল কেঁওর সর্বজনীন বৃদ্ধ পেনশন প্রকল্প, ইন্দিরা মিরি ইউনিভার্সাল উইডো পেনশন স্কিম, অরুণোদয় ইত্যাদি প্রকল্পের বলে সুবিধাভোগীদের প্রতি মাসের ১০ তারিখে নিয়মিত অর্থ প্রদান কা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাইক্রো ফিনান্সের প্রায় ২৪ লক্ষ ঋণগ্রহীতা মহিলাদের ঋণ পরিশোধের কাজ গত ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এতে প্রথম দফায় ১১ লক্ষ মহিলা এ পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। দ্বিতীয় দফায় উপকৃত হবেন ১০ লক্ষ।

কেবল তা-ই নয়, রাজ্যের গরিব নাগরিকদের কাছে রেশনসামগ্রী পৌঁছতে সুলভমূল্যের মালিকদেরও কীভাবে স্বস্তি তাঁর সরকার দিতে চলেছে সে সবেরও খতিয়ান তুলে ধরেছেন ড় শর্মা। তিনি জানান, এখন থেকে রাজ্য সরকার এফসিআই থেকে ১০ লক্ষ টন চাল কিনবে রাজ্য। এতদিন মাত্র এক লক্ষ টন চাল কেনা হত। এতে সুবিধাভোগীরা উপকৃত হবেন।

এছাড়া আগামী ৭ জানুয়ারি এনডিএফবি-র সঙ্গে আরও একটি চুক্তি হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মরিগাঁও এবং মঙ্গলদৈয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর একটি সেতুও এ বছর সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা তাঁর সরকার হাতে নিয়েছে।

এভাবে প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামের সঙ্গে সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছর অর্থাৎ ২০২২-এর মধ্যে মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আশাবাদী তিনি। এছাড়া কাছাড়ের মিজোরাম সীমান্ত বিবাদ নিয়ে ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। অবশ্যই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের মধ্যস্থতায়, বলেন তিনি।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের তথ্য দিতে গিয়ে কোথায় কোথায় কতটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ হবে, তারও তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, রাজ্যে বর্তমানে আটটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চালু রয়েছে। অধিকন্তু নতুন বছর ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়া এ বছর (২০২২) আরও পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ডিপিআর তৈরি করা হবে। এভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে এ বছর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তারও তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আগামীকাল সাংবাদিক সম্মেলেন কোনও মন্ত্রী বিস্তারিত ব্রিফিং দেবেন।

অসমে গত সাত মাসে জিডিপি বেড়েছে প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকা, ইংরেজি নববর্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এছাড়া আরও সাফল্যের তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর জিডিপি প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে। আগামী ২০২৬-এর মধ্যে রাজ্যে জিডিপি-র হার ৬.৩২ লক্ষ কোটি টাকায় নেওয়ার লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে। বার্ষিক গ্রোথ দশ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাঁর সরকার এগোচ্ছে। বক্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন কইনাধরায় রাজ্য অতিথিশালায় তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তাঁর সাত মাসের সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে প্রথমে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিগত ২০২১ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যবাসী উপকৃত হয়েছেন এবং নতুন বছরে কী কী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, সে সবের বিস্তৃত তথ্য শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। অসমে এবারই প্রথম, ইংরেজি বর্ষশেষের দিন কিংবা রাতে একটিও সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি। ফলে একটি প্রাণও না হারানোর কৃতিত্ব রাজ্যের জনসাধারণকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মদ্যপান না করে যানবাহন না চালানোর পণ নিয়েছিলেন তিনি। সে অনুযায়ী পুলিশ ও পরিবহণ বিভাগকে অতি সক্রিয় করে তোলা হয়েছিল। সরকারি প্রশাসন যন্ত্র জনসাধারণকে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সচেতন করতে মাঠ চষে বেড়িয়েছেন। এতে সাড়া দিয়েছেন নাগরিকরা। রাজ্যবাসীকে বর্ষশেষের আনন্দ উপভোগ করতে ৩১ ডিসেম্বর নৈশকালীন কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ফলে অসংখ্য গাড়ি রাজপথে চলাচল করেছে। ওই সব গাড়িতে বহু সিনিয়র সিটিজেন সপরিবারে রাতের আনন্দ উপভোগ করেছেন। গতকাল রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী সশরীরে গুয়াহাটির বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে সেই সব দৃশ্য খোদ দেখেছেন। দেখেননি একজনকেও মদ খেয়ে গাড়ি বা দ্বিচক্রযান চালাতে। এজন্য তিনি তাঁর আহ্বানের প্রতি সাড়া দেওয়ায় রাজ্যবাসীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীপ তিনি বলেন, এর আগে ৩১ ডিসেম্বর এবং এর দু-একদিন আগে বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হত। বহু মা-বাবা তাঁদের পুত্র, স্ত্রী তাঁর স্বামী, সন্তানসন্ততি তাদের আপনজনকে হারাতো কিংবা বহু পঙ্গুত্ব লাভ করতেন। কিন্তু এ বছর রেকর্ড করেছে অসম। তাঁর সাত মাসের সরকারের রিপোর্টকার্ড পেশ করতে গিয়ে বহু তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই প্রসঙ্গে বলেন, গত ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে ৩,৬৯,৫৭,৪১০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য প্রথম ডোজ ২,১৬,৯৯,৭৪৮ এবং দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,৫২,৫৭,৬৬২ জনকে। এছাড়া 'হর ঘর দস্তক', কোভিডে মৃত্যুবরণকারীদের পরিবারকে সহায়তা, প্রার্থনা প্রকল্প, রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ সহ অন্যান্য হাসপাতালগুলিকে কোভিড-আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত, অক্সিজেন সিলিন্ডার ও প্লান্ট স্থাপন ইত্যাদি নানা কর্মসূচির খতিয়ান তুলে ধরেছেন ড় শর্মা।

নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর সরকারের সাফল্যেরও খতিয়ান মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত মে মাসের পর মাদক কারবারে জড়িত অভিযোগে গোটা রাজ্যে এ পর্যন্ত ১,৮৬৩টি মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩,১৯৩ অভিযুক্তকে। এছাড়া মোট প্রায় ৩৪৩.৩৬ কোটি টাকার হেরোইন-ব্রাউন সুগার, নেশার ট্যাবলেট, নেশাজাতীয় কফ সিরাপ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এছাড়া মানবদেহ পাচারকারীদের কবল থেকে ২০০ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তাঁর সরকার। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ৭৮ জনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ৬৭টি মামলা রুজু হয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, রাজ্যে এখন আর কোনও উপজাতি ভিত্তিক উগ্রপন্থীর অবশিষ্ট নেই। সব উগ্রপন্থী অস্ত্র সংবরণ করে শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। তারা বড়োল্যান্ডের এনডিএফবি এবং ইউএলবি (কোকরাঝাড়), ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলঙের ডিএনএলও প্রভৃতি উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি প্রধান। আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের সংস্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে, জানান হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কাছাড়ের আন্তঃরাজ্য সীমান্তে মিজোদের হামলায় নিহত ছয় পুলিশকর্মীর নিকট-আত্মীয়কে সরকারি চাকরি প্রদান, অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নে কর্মরত কর্মীদের অন্য ছুটির সঙ্গে বছরে অতিরিক্ত ৩০ দিন এবং যাঁরা সীমান্তে নিয়োজিত ব্যাটালিয়ন কর্মীদের আরও ১০ দিন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ জনাতার কাছে পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ ভ্যারিফিকেশন, মামলা গ্রহণ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়েছে। কোভিডের সময় ভুক্তভোগীদের সহায়তায় অসম পুলিশ যে ভূমিকা প্রদর্শন করেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এভাবে প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামের সঙ্গে সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকবলেন, সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছর অর্থাৎ ২০২২-এর মধ্যে মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আশাবাদী তিনি। এছাড়া কাছাড়ের মিজোরাম সীমান্ত বিবাদ নিয়ে ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের মধ্যস্থতায়, বলেন তিনি। স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে পেরেছে তাঁর সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পের বলে ভূমির মালিকদের স্বস্তি প্রদানের পাশাপাশি দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পেনশন প্রকল্প, শহিদ কুশল কেঁওর সর্বজনীন বৃদ্ধ পেনশন প্রকল্প, ইন্দিরা মিরি ইউনিভার্সাল উইডো পেনশন স্কিম, অরুণোদয় ইত্যাদি প্রকল্পের বলে সুবিধাভোগীদের প্রতি মাসের ১০ তারিখে নিয়মিত অর্থ প্রদান করছে তাঁর সরকার। এছাড়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাইক্রো ফিনান্সের প্রায় ২৪ লক্ষ ঋণগ্রহীতা মহিলাদের ঋণ পরিশোধের কাজ গত ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, রাজ্যের গরিব নাগরিকদের কাছে রেশনসামগ্রী পৌঁছতে সুলভমূল্যের মালিকদেরও কীভাবে স্বস্তি তাঁর সরকার দিয়েছে সে সবেরও খতিয়ান তুলে ধরেছেন ড় শর্মা। তিনি জানান, এখন থেকে রাজ্য সরকার এফসিআই থেকে ১০ লক্ষ টন চাল কিনবে রাজ্য। এতদিন মাত্র এক লক্ষ টন চাল কেনা হত। এতে সুবিধাভোগীরা উপকৃত হবেন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের তথ্য দিতে গিয়ে কোথায় কোথায় কতটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ হবে, তারও তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, রাজ্যে বর্তমানে আটটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চালু রয়েছে। অধিকন্তু নতুন বছর ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়া এ বছর (২০২২) আরও পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ডিপিআর তৈরি করা হবে। এভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে গত বছর কী কী সাফল্য পেয়েছেন তারও তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন সেতু, ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন, শোণিতপুরের মিসা-তেজপুর সুরঙ্গ নির্মাণ ইত্যাদি নানা প্রকল্পের তথ্যও আজ মতবনিময় অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শনিবার আগরতলায় ই-রিকসা শ্রমিক সংঘ ই-শ্রম কার্ড চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে র‍্যালি সংগঠিত করে। ছবি ঃ নিজস্ব

শনিবার আগরতলায় ফুটপাতে বসবাসকারীদের শীতবস্ত্র দান করেন এনআইটি আগরতলার ১৯৯৬ ব্যাচের সদস্যরা। ছবি নিজস্ব।

আবারও পাক ফৌজকে কাঁটাতারের বেড়া বসাতে বাধা দিল তালিবান

কাবুল, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : এবারআফগানিস্তানের নিমরোজ প্রদেশে পাকিস্তানি ফৌজকে কাঁটাতারের বেড়া বসাতে বাধা দিল তালিবান। সেখানেই সংঘাতে জড়ায় দুই পক্ষ।
খামা প্রেস সূত্রে খবর, নিমরোজ প্রদেশের চাহার বুরজাক ডিস্ট্রিক্টে আফগানিস্তানের জমিতে অনুপ্রবেশ করে পাক ফৌজ। সেখানে একটি আউটপোস্ট তৈরি করার চেষ্টা চালায় তারা। স্থানীয় মানুষের দাবি আফগান সীমান্তের প্রায় ১৫ কিলোমিটার ভিতরে এসে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করে পাক জওয়ানরা। তারপর পাক সেনার কাঁটাতারে বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাদের আটকে দেয় ওই অঞ্চলে মোতায়েন তালিবান রক্ষীরা। এই ঘটনায় দুই পড়শি দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘাত যে আবার বাড়ছে তা স্পষ্ট।
প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগ করেছে পাকিস্তান। আর অতীতকাল থেকেই সেই সীমান্ত নিয়ে সংঘাত চলছে কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে। ১৯৪৭ সাল থেকে কোনও আফগান সরকার ডুরান্ড লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাক নীতিনির্ধারকরা মনে করছিলেন তালিবান ক্ষমতায় এলে তারা সেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিল জেহাদিরা।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও সীমান্ত নিয়ে সংঘাতে জড়ায় পাক সেনা ও আফগান তালিবান। পাক সীমান্ত লাগোয়া আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশে সীমান্ত বরাবর বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে পাকিস্তানি ফৌজ। কিন্তু সেই ফেন্সিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় সেখানে মোতায়েন তালিবান সীমান্তরক্ষীরা। শুধু তাই নয়, বাধা দিলে পাক ফৌজিদের এনকাউন্টার করারও ধমকি দেয় তারা। ওই ঘটনায় রীতিমতো বিপাকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রশাসন। বাধ্য হয়ে মুখরক্ষায় কাবুলের তালিবান প্রশাসনের কাছে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামাবাদ।

ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হল প্লাস্টিকের মোড়কে ফল-সবজি বিক্রি

প্যারিস, ১ জানুয়ারি (হি.স.): শসা, লেবু এবং কমলাসহ ৩০ ধরনের ফল ও শাকসবজি প্লাস্টিকের মোড়কে বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে ফ্রান্স। নতুন বছরের প্রথম দিনে দেশটিতে এই আইন কার্যকর হল। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ ধরনের ফল ও শাকসবজি প্লাস্টিকের মোড়কে বিক্রি নিষিদ্ধ করা হলেও বড় প্যাকেট বা প্রক্রিয়াজাত ফলের ক্ষেত্রে ছাড় থাকছে।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ নতুন এই আইনকে 'এক সত্যিকারের বিপ্লব' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, এর মাধ্যমে ফ্রান্স ২০৪০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক মুক্ত একটি দেশ হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে।
এক বিবৃতিতে ফ্রান্সের পরিবেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ নিষেধাজ্ঞার কারণ নিক্ষেপযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের প্রতিস্থাপন বাড়ানো। এর আগে ২০২১ সালে দেশটিতে প্লাস্টিকের স্ট্র, কাপ, কাটলারি সামগ্রী ও পলিস্টেরিন বক্স নিষিদ্ধ করা হয়। নতুন বছরে জনসমাগমের স্থানে প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার কমাতে পানি সরবরাহে বাধ্য করা হবে। দেশটিতে উৎপাদিত ফল ও সবজির এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্লাস্টিকের মোড়কে বিক্রি হয়। তবে নতুন আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউরোপীয় ফ্রেশ প্রোডিউস অ্যাসোসিয়েশনের ফিলিপ বিনার্ড বলেন, এ ধরনের সংক্ষিপ্ত নোটিশ বিদ্যমান স্টক খালি করার সুযোগ দেয় না। গত বছর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ২৬ সম্মেলনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইউরোপের আরও কিছু দেশ সাম্প্রতিক সময়ে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে।

স্বস্তি যাত্রীদের, বন্ধ হচ্ছে না কলকাতা থেকে লন্ডনগামী উড়ান

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ওমিক্রন নিয়ে ইতিমধ্যেই সতর্ক রাজ্য। ব্রিটেন থেকে সরাসরি কলকাতায় আসা বিমানের ক্ষেত্রে জারি নিষেধাজ্ঞা। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। এরপর থেকেই চিন্তায় পড়েছিলেন কলকাতা থেকে লন্ডনগামী বিমানের যাত্রীরা।
নতুন বছরে কলকাতা থেকে লন্ডনগামী বিমানের টিকিট কাটা রয়েছে। তবুও ওমিক্রনের দাপাদাপিতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল উড়ান। ফলে বাড়ছিল উৎকণ্ঠা। অবশেষে স্বস্তি পেলেন যাত্রীরা। সরকারি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, লন্ডন থেকে কলকাতায় বিমান নামায় এই মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, কলকাতা থেকে লন্ডনগামী বিমান চলাচল বজায় রাখবে তারা।
৯ জানুয়ারি থেকে প্রতি রবিবারই ছাড়বে এই এআই ১৬৩ ফ্লাইট। ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে লন্ডনগামী জানুয়ারি মাসের সমস্ত উড়ান প্রায় ভরতি হয়ে রয়েছে। ইকোনমি ক্লাসের ২২০ জন এবং বিজনেস ক্লাসের ১৪টি আসনের সবই বুকড। একই অবস্থা দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, অমৃতসর ও আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত ফ্লাইটেরও। ফলে কলকাতা থেকে এই সব শহর হয়ে লন্ডনে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। আপাতত তাই সরাসরি কলকাতা থেকে লন্ডন, এই ওয়ান ওয়ে ফ্লাইটেই ভরসা রাখতে হবে এই শহরের যাত্রীদের। যদিও প্রাথমিক ভাবে অন্য পরিকল্পনা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার।
সংস্থার এক কর্মী সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে এবিষয়ে জানাতে গিয়ে বলেছেন, "যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই ঘোষণা করেছিল. প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ১৬৩ ও ১৬৪, দুই উড়ানই বাতিল করে দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল অন্য সব শহরেই লন্ডনগামী সমস্ত উড়ান ভরতি হয়ে রয়েছে। ফলে প্রতি রবিবার লন্ডনগামী ২৪০ জন যাত্রীকে অন্যত্র ব্যবস্থা করে দেওয়াটা সমস্যার। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই কলকাতা-লন্ডন সমস্ত উড়ান চালু রাখার।"

ওমিক্রনে আতঙ্ক না-করে আইসোলেশনে থাকুন, পরামর্শ রণদীপ গুলেরিয়ার

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স) : করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করলেন এইমস-র প্রধান ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া। তিনি বলেন, ওমিক্রনের প্রভাব খুবই মৃদু। অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিছুদিন আইসোলেশনে থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব।
এইমসের ডিরেক্টর ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়ার কথায়, 'ওমিক্রন একেবারেই ডেল্টার মতো নয়। ওমিক্রন আক্রান্ত খুব কম জনের মধ্যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাত্রা কমতে দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য উপসর্গও সামান্য। প্যানিক করার প্রয়োজন নেই।' তবে, কোমর্বিডিটিস থাকলে, সে ক্ষেত্রে সতর্ক হতে বলেন। গুলেরিয়ার পরামর্শ, 'কোমর্বিডিটি না থাকলে, হোম আইসোলেশনে জোর দিতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ারও দরকার নেই। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। একদম ভয় পাবেন না।
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের শনিবার সকালের রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে মোট ওমিক্রন আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ১,৪৩১। এর মধ্যে ৪৮৮ জন সুস্থও হয়ে উঠেছেন। সব থেকে বেশি মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত ৪৫৪ জন। যদিও ১৬৭ জন ইতিমধ্যে সুস্থ। দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্ত ৩৫১ জনের মধ্যে ৫৭ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ওমিক্রন সংক্রমণের নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু। মোট আক্রান্ত ১১৮, সুস্থ ৪০ জন। গুজরাতে ১১৫ ওমিক্রন আক্রান্তের মধ্যে সুস্থ ৬৯ জন। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত আক্রান্ত ১৭ জন। ৩ জন সেরেও উঠেছেন।

করোনায় আক্রান্ত জার্সি'র নায়িকা মৃণাল ঠাকুর

মুম্বই, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হলেন বলি নায়িকা মৃণাল ঠাকুর। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, সামান্য উপসর্গ দেখা গিয়েছে তাঁর শরীরে এবং বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি।
সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছনে অভিনেত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি করোনায় আক্রান্ত। আমার মধ্যে সামান্য উপসর্গ দেখা গেলেও আমি সুস্থ আছি। চিকিৎসকের দেওয়া সকল বিধিনিষেধ মেনে চলছি ও পরামর্শ নিয়েছি। এই কয়েকদিনে আমার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাঁরা দ্রুত টেস্ট করিয়ে নিন।' শাহিদ কাপুর-মৃণাল ঠাকুর অভিনীত ছবি 'জার্সি'তে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। কিন্তু করোনা ও ওমিক্রনের জেরে ছবি মুক্তি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল এই ছবি।

অমৃতসরের মন্দিরে পূজার্চনা কেজরিওয়ালের, বিঁধলেন কংগ্রেসকে

অমৃতসর, ১ জানুয়ারি (হি.স.): ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন অমৃতসরের শ্রী রাম তীরথ মন্দিরে পূজার্চনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মন্দিরে পূজার্চনা করার পর কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'দেশের প্রতিটি শিশুকে, সে যতটাই দরিদ্র হোক না কেন, তাঁকে যথাসাধ্য শিক্ষা প্রদান করবই। বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্নপূরণ করবই, দেশের প্রতিটি শিশুকে ভালো শিক্ষা প্রদান করব।' এদিন কংগ্রেসকেও বিঁধেছেন কেজরিওয়াল। তাঁর কথায়, 'মাদক অথবা অন্য কোনও কিছু নিয়েই চিন্তিত নয় কংগ্রেস। শুধু আসনের জন্য নোংরা লড়াই চলছে। মাজিথিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে তাদের ৫ বছর লেগেছে। আগাম জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পরও তাদের গ্রেফতার করতে সাহস পাচ্ছে না।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দশ লাখ টাকা মূল্যের মোবাইলসহ গ্রেফতার দুই

জয়পুর, ১ জানুয়ারি (হি.স) : সোদালা থানার পুলিশ মোবাইল ফোন চুরিকারী চক্রের দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল। তাদের কাছ থেকে ৩৭টি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক দশ লাখ টাকা। জিজ্ঞাসাবাদে তারা একাধিক অপরাধের কথা স্বীকার করেছে।
পুলিশ আধিকারিক সতপাল সিং বলেন, এরা ভিড় এলাকায় মানুষের পকেট থেকে মোবাইল ফোন চুরি করে। এই গ্যাংয়ের দুষ্ট দুষ্কৃতী জগদীশ মাহতো ওরফে জগ্গু (২৪) এবং গোবিন্দ নোনিয়া (২৫)কে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরও দুজন ঝাড়খণ্ডের নন্দপুরীতে রয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৩৭টি চোরাই মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, জয়পুর শহরের হাটওয়ারা, মেলা, জনবহুল জায়গা সহ বাড়ি ও দোকান থেকে মোবাইল চুরির কথা স্বীকার করেছে সে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নতুন মাইলফলকে পৌঁছল ভারত, দেশে ১৪৫.১৬-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণ অভিযানে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৮ লক্ষ ১১ হাজার ৪৮৭ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৫.১৬-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৪৫,১৬,২৪,১৫০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।
ভারতে ৬৭.৮৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,১০, ৮৫৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৭,৮৯,৮৯, ১১০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,১০,৮৫৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২২ হাজার ৭৭৫ জন।

মানুষের সেবায় নিয়োজিত তৃণমূল, প্রতিষ্ঠা দিবসে অসাম্য দূর করার বার্তা মমতার

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.): দেখতে দেখতে ২৩ পূর্ণ করে ২৪-এ পা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে অসাম্য দূর করার বার্তা দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে জানালেন, মানুষের সেবা এবং হিতসাধনে নিয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূলের যাত্রা শুরু। পর পর তিন বার ক্ষমতা দখল করে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এখনও তৃণমূল। দেশের বহু রাজ্যে শাখা বিস্তার করেছে দল। প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের কর্মী-সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত নেতা-কর্মী ও মা-মাটি-মানুষের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের যাত্রা শুরু হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে, সেই থেকে মানুষের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত।'
অপর একটি বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'নতুন বছর অঙ্গীকার করছি, সব ধরনের অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়ব।' একই সঙ্গে বিনয়ী থাকার বার্তাও দেন মমতা। লেখেন, 'প্রত্যেককে সম্মান করুন। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই চেষ্টা করুন। এত বছর ধরে আপনাদের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ।' এদিন ইংরেজি নববর্ষেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছাত্র দিবসেরও।

১৩ জন

● **প্রথম পাতার পর।।** ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং আহতদের পরিজনদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে জম্মু-কাশ্মীর সরকারও। জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা জানিয়েছেন, মৃতদের পরিজনকে দেওয়া হবে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিজনকে দেওয়া হবে ২ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শুরু হয়েছে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্র), এডিজিপি জম্মু জোন এবং জম্মুর বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিমকে উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড জানিয়েছে, শনিবার ভোররাতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের এবং ১৫ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড জানিয়েছে, ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবীভবনের ৩ নম্বর গেটের কাছে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজ চালানো হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর।।** পেয়ে জানানো হয় মনপাথর ফাঁড়ী থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে মনপাথর ফাঁড়ীর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে পাঠান। মৃতদেহর পাশে একটি সুসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত্যুর কারন জানতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। ওই ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীর বাড়িতে আত্মহত্যার খবর জানিয়েছে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর রহস্য ময়না তদন্তের পর উঠে আসবে বলে জানান মনপাথর ফাঁড়ীর ওসি।

দুই যুবক

● **প্রথম পাতার পর।।** কিছুদিন ধরেই ওৎ পেতে বসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
ইংরেজি নববর্ষের দিন সকালে ওই দুই যুবক এলাকায় ঘোরাফেরা করতে থাকলে স্থানীয় লোকজন তাদেরকে আটক করেন। তাদেরকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত দু''বছর ধরে এলাকায় এ ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রীর রমরমা চলেছে। বহু পরিবারের যুবকরা নেশার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাতে এলাকার মানুষজন রীতিমতো উদ্বিগ্ন। আটক - নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ এনডিপিএস ধারায় আটক দুই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে।

আত্মসমর্পণ

● **প্রথম পাতার পর।।** ব্যাটেলিয়ান ও স্থানীয় থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে সিপাহীজলা জেলায় সোনামুড়া থানাধীন দুর্গাপুর গ্রামে সুমন মিয়ার বাড়ি থেকে ৫২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২৬ লক্ষ টাকা। সাথে একটি রিভলভার ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
এদিন তিনি দাবি করেন, গত এক বছরে প্রচুর নেশা সামগ্রী, গবাদী পশু পাচারের সময় উদ্ধার করেছে বিএসএফ। যার বাজারমূল্য ৩৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭ হাজার ১৩১ টাকা। এছাড়া, ৪৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩৯টি গাজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সীমান্ত অপরাধের সাথে জড়িত এবং বেআইনি অনুপ্রবেশের দায়ে ৯৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ১২০ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ।

করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স) :কোভিডে আক্রান্ত হলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শনিবার দুপুরে তাকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও মন্ত্রী শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।
এদিন সকালে তাঁর শরীরে কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তারপর টেস্ট করান মন্ত্রী। তাতেই রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এরপরেই ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কলকাতা কর্পোরেশনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা অনেকের শরীরেই ইতিমধ্যে কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার-সহ অনেক কাউন্সিলরও। এবার কোভিড থাবা বসাল মমতার মন্ত্রিসভাতেও। কলকাতার কোভিড গ্রাফ ক্রমশ ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে রাজ্যের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। এক সপ্তাহে হু হু করে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ। গত সোমবার বাংলায় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৩৯। মঙ্গলবার সেটা বেড়ে হয় ৭৫২। বুধবার তা আরও বাড়ে। সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৮৯। বৃহস্পতিতে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২,১২৮। আর বছরের শেষ দিন অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য ভবন যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে ৩,৪৫১ জন। গতকাল কলকাতাতেই সংক্রামিত হয়েছিল প্রায় ২,০০০ জন।

২১ টাকা

● **প্রথম পাতার পর।।** নয় এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫ বার এটিএম ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকরা। অন্যান্য এটিএম থেকেও তিনবার বিনামূল্যে পরিষেবা নিতে পারবেন গ্রাহকরা। এর আগে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে এটিএম লেনদেনের চার্জে পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

দাম

● **প্রথম পাতার পর।।** পর দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য এখন ১৯৯৮.৫০ টাকা, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমার ফলে রেস্তোরাঁ ও হোটেল মালিকরা বেশ কিছুটা স্বস্তি পেলেন। কলকাতায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমে ২০৭৭ টাকা হয়েছে। এই দাম কমায় সাধারণ মানুষের পকেট কিছুটা হলেও বাঁচতে চলেছে, কারণ এই বাণিজ্যিক সিলিন্ডারগুলি মূলত হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ক্রেতাদের বিলের অঙ্কও কমবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর।।** করোনা সংক্রমিত হননি। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক দিলীপ দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব, বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহারাজ, অবলম্বনের সভাপতি মিলন প্রভা মজুমদার, স্টেট ব্যাঙ্কের ডিজিএম জিতেন্দ্র কান্ত ঠাকুর প্রমুখ।

বোস্টার ডোজ

● **প্রথম পাতার পর ।।** ৩ জানুয়ারী থেকে তাঁদের টিকা দেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, স্বাস্থ্য কর্মী, সামনের সারির যোদ্ধা এবং জটিল রোগে আক্রান্ত ষাটোর্ধ নাগরিকদের বোস্টার ডোজ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৩৯ সপ্তাহ পর তাঁরা ওই বোস্টার ডোজের সুযোগ নিতে পারবেন। তাঁর কথায়, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ২ লক্ষ ১৩ হাজার এবং এই মুহূর্তে বোস্টার ডোজ নেওয়ার জন্য যোগ্য রয়েছেন ৯১ হাজার ২০০ জন। সে মোতাবেক সারা ত্রিপুরায় ৩৫৪টি বিশেষ টিকাকরণ কেন্দ্র খোলা হবে, বলেন তিনি।
এদিন তিনি আবেদন জানান, করোনার প্রকোপ থেকে বাঁচতে টিকাকরণের সুযোগ নিন। সঠিক সময়ে টিকা নেওয়া হলে করোনা মোকাবিলা করা অনেকটাই সম্ভব হবে। তাঁর দাবি, কোভিডের টিকাকরণে অনলাইন এবং অফলাইনে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আধার অথবা স্কুলের আইডি কার্ডের সাহায্যে নথিভুক্ত সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর ।।** ছোট ছোট কৃষকদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এফপিওগুলি সঠিক শষ্য উৎপাদনে পরিকল্পনা, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট, বাজারের চাহিদা অনুসারে উদ্ভাবনী চাষাবাদের উপর জোর দিয়েছে। দেশের কৃষকরা ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উপক'ত হচ্ছেন।
প্রতিটি এফপিওকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সারা দেশে অর্গানিক এফপিও, ওয়েল সিড এফপিও, ব্যাম্ব ক্লাস্টার, হানি এফপিও সমূহ এগিয়ে আসছে। তিনি বলেন, গোবরধন যোজনায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্টকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই যোজনার মাধ্যমে এথানলের মতো বায়ো-ফুয়েল উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাচারেল ফার্মিং-এর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। দেশ বর্তমানে হাইড্রোজেন মিশন এবং ইলেক্টিক ভেহিক্যালের উপর কাজ করছে। পিএম কুসুম প্রকল্পে বিরাট সংখ্যক সোলার প্যানেল এবং সোলার পাম্প বিতরন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, আজ প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম কিষান) প্রকল্পের আওতায় দশম কিস্তির যে আর্থিক সহায়তা কৃষকদের প্রদান করেছেন তাতে রাজ্যের ২,২৩,৮৩৩ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে আনুমানিক ৪৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আজ (এফপিওূ দের ইক্যুইটি গ্র্যান্ট প্রদান করেছেন। রাজ্যে ৫টি এফ পি ও রয়েছে। এই ৫টি এফ পি ও হলো- জিরানীয়া, নলছড়, কাঁঠালিয়া, জোলাই বাড়ির পিলাক এবং কাকড়াবনে রয়েছে। তারাও ইক্যুইটি গ্রান্ট পেয়েছেন।

াঙ্গন

টেস্ট জিতেও মন্থর বোলিংয়ের জন্য শাস্তি কোহলীদের

সেঞ্চুরিয়ন, ১ জানুয়ারি (হি.স) : প্রথম এশীয় দল হিসেবে সেঞ্চুরিয়নে টেস্ট জিতলেও শাস্তির মুখে পড়তে হল ভারতীয় দলকে। মন্থর বোলিংয়ের জন্য জরিমানা করা হল বিরাট কোহলীদের। তার থেকেও বড় কথা, আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট কাটা গিয়েছে ভারতের।

প্রথম টেস্ট শেষে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ড্রু পাইক্রফট ভারতের বিরুদ্ধে জরিমানার নির্দেশ দেন। কোহলী এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনও আবেদন না করায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি। আইসিসি আচরণবিধির ২.২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতি ওভার দেরি হলে জরিমানা হিসেবে সংশ্লিষ্ট দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের ম্যাচ সেই সঙ্গে পয়েন্ট কাটা গিয়েছে ভারতের।

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ১৬.১১ ধারা অনুযায়ী প্রতিবার মন্থর বোলিংয়ের জন্য দোষী প্রমাণিত হলে ১ পয়েন্ট করে কাটা হবে। সেই নিয়মে কোহলীদের ১ পয়েন্ট কাটা হয়েছে।

অবশ্য পয়েন্ট কাটা হলেও পয়েন্টের শতাংশের হিসেবে বিশাল কিছু পরিবর্তন হয়নি কোহলীদের। ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় চার নম্বরেই রয়েছে ভারত।

এসসি ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ মারিয়ো রিভেরা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচ হিসেবে ফের মারিয়ো রিভেরার উপরেই ফের ভরসা রাখল এসসি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। ম্যানুয়েল দিয়াজের পরিবর্ত হিসেবে রিভেরাকেই বেছে নিল লাল-হলুদ কর্তৃপক্ষ। শনিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। লাল-হলুদের হটসিটে আবার দেখা যেতে চলেছে স্পেনীয় কোচকে। লেসান্দ্রো মেনেন্দেস গার্সিয়ার সহকারী হিসেবে এসে দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন রিভেরা। আইলিগ চ্যাম্পিয়ন করাতে না পারলেও সাফল্য দিয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ। এ বার দিয়াজ বিদায়ের পর থেকেই লাল-হলুদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বহু কোচের নাম বারবার ভেসে এসেছে। তবে প্রতিবারই কিন্তু এগিয়েছিলেন রিভেরা। প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁকেই কোচ হিসেবে বেছে নিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। শনিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। তবে এখনই কোচের দায়িত্ব নিতে পারবেন না তিনি। আইএসএল-এর নিয়ম অনুযায়ী আপাতত বাধ্যতামূলক নিভৃতবাসে থাকতে হবে তাঁকে। তারপরেই দায়িত্ব হাতে নিতে পারবেন। ততদিন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রেনেডি সিংহই দায়িত্ব সামলাবেন। শুক্রবারই ভিসা পেয়ে গিয়েছেন মারিয়ো।দু'মরসুম আগে ইস্টবেঙ্গলকে আই লিগে রানার্স-আপ করেছিলেন মারিয়ো। মাত্র সাতটি ম্যাচে দায়িত্ব নিয়েই দলকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেছিলেন। তার আগে কুয়েস লাল-হলুদের বিনিয়োগকারী থাকাকালীন আলেসান্দ্রো মেনেন্দেসের সহকারী হিসেবে ৩২টি ম্যাচে কাজ করেছেন। উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী এই কোচকে নিয়োগ করতে পেরে খুশি এসসি ইস্টবেঙ্গলের সিইও শিবাজি সমাদ্দার। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন উনি। ভারতীয় ফুটবল নিয়ে ওঁর অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে।'আগামী মঙ্গলবার বাম্বোলিমে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে বছরের প্রথম ম্যাচ খেলতে চলেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল।

২০২২ সালে কোহলিদের ঠাঁসা ক্রীড়াসূচি

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): ২০২১ সালের মত ঠাঁসা ক্রীড়াসূচি অপেক্ষা করছে কোহলিদের জন্য। করোনার বাধা টপকে ২০২১ সালে একটানা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে। ২০২২ সালেও ফের ঠাঁসা ক্রীড়াসূচি অপেক্ষা করে রয়েছে ভারতীয় দলের জন্য।

২০২২ সালেই এশিয়া কাপ ও টি-২০ বিশ্বকাপের মতো দু''টি বহুজাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিতে হবে ভারতীয় দলকে। ঘরে-বাইরে খেলতে হবে বেশ কয়েকট হাই-ভোল্টেজ দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ। আপাতত বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে শুরু হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেই কেটে যাবে টিম ইন্ডিয়ার জানুয়ারি মাস। ফেব্রুয়ারিতে সীমিত ওভারের সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের মুখোমুখি হবেন রোহিতরা। বছরের একেবারে শেষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক সারা বছরে টিম ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচি।

জানুয়ারি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট ও ৩টি ওয়ান ডে।

ফেব্রুয়ারি: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩টি ওয়ান ডে ও ৩টি টি-২০।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট ও ৩টি টি-২০।

জুন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫টি টি-২০।

জুলাই: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩টি ওয়ান ডে, ৩টি টি-২০ ও ১টি টেস্ট।

জুলাই-অগস্ট: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩টি টি-২০ ও ৩টি ওয়ান ডে।

সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপ।

অক্টোবর-নভেম্বর: টি-২০ বিশ্বকাপ।

নভেম্বর-ডিসেম্বর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট ও ৩টি ওয়ান ডে।

ফের দেরি এক দিনের দল নির্বাচনে রোহিতের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় নির্বাচকরা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দল নির্বাচন আবার পিছিয়ে গেল। রোহিত শর্মার সুস্থতার ব্যাপারে নির্বাচকরা এখনও অন্ধকারে। সেই কারণেই বার বার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে দল নির্বাচন।প্রথমে ঠিক ছিল সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট শুরুর দিন, অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর এক দিনের সিরিজের দল নির্বাচন করা হবে। কিন্তু তখনও রোহিত শর্মার ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। সেই কারণেই তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন। ঠিক হয়, প্রথম টেস্ট যে দিন শেষ হবে, সে দিন এক দিনের সিরিজের দল বাছা হবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রথম টেস্ট শেষ হয়ে গেলেও ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়নি। রোহিতের ব্যাপারে আরও খানিকটা অপেক্ষা করতে চায় বোর্ড।মনে করা হচ্ছে, যেকোনও সময় রোহিতের ফিটনেস নিয়ে বোর্ডের কাছে তথ্য পাঠিয়ে দেবে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি (এনসিএ)। তার পরেই এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করে দেবে বোর্ড। সে ক্ষেত্রে শুক্রবারও দল ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। বোর্ড এবং নির্বাচকরা রোহিতকে প্রবল ভাবে দলে চাইছেন। সেই কারণেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তাঁরা। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলতে রওনা হওয়ার ঠিক আগে অনুশীলনে চোট পান রোহিত। বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে রোহিতের। গোটা টেস্ট সিরিজ থেকে বাদ হয়ে যান তিনি। এনসিএ-তে পাঠানো হয় তাঁকে। জানা যাচ্ছে, প্রথম ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন রোহিত। চূড়ান্ত পরীক্ষা বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত রোহিত যদি ফিট হতে না পারেন, তা হলে লোকেশ রাহুল অধিনায়কত্ব করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রাহুলকেই সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। নতুনদের মধ্যে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, বেঙ্কটেশ আয়ারকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। বিজয় হজারে ট্রফিতে দু'জনেই খুব ভাল খেলেছেন। পাঁচ ম্যাচে রুতুরাজ ১৫০.৭৫ গড়ে ৬০৩ রান করেছেন। শতরান করেছেন চারটি। বেঙ্কটেশও বিজয় হজারেতে ভাল খেলেছেন। ১৫১ রান এবং ১১২ রানের দু'টি ইনিংস খেলেছেন তিনি। গড় ৭০-এর উপরে।শিখর ধবনকে নিয়েও আলোচনা হতে পারে। বিজয় হজারেতে খুব খারাপ খেললেও ধবনের পক্ষে যেতে পারে একটি তথ্য। এই বছর এক দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তাঁর রানই সবথেকে বেশি।

মনোজ, সুদীপদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে সিএবি

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে সিএবি। সংস্থার সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। আগামী ৩-৫ জানুয়ারি এই প্রক্রিয়া চলবে বলে জানা গিয়েছে। এ কাজে সিএবি-কে সাহায্য করবে একটি বেসরকারি সংস্থা।বাংলার সমস্ত বিভাগের পুরুষ এবং মহিলা দল, সাপোর্ট স্টাফ, প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার এবং আধিকারিক, বর্তমান কমিটির সদস্য এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সুযোগ পাবেন। মোট পাঁচটি পরীক্ষা করা হবে। এগুলি হল: বোন মিনারেল ডেনসিটি, পালমোনারি ফাংশন, হিমোগ্লোবিন, বডি মাস ইনডেক্স এবং ইসিজি। এরপর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগও থাকছে।সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া বলেছেন, "ক্রিকেটার, কমিটির সদস্য, আম্পায়ার, স্কোরার, প্রত্যেকেই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদের জন্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন যাতে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "মরসুম শুরুর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন যাতে পরে কোনও সমস্যা না দেখা দেয়। কারণ, সাম্প্রতিক কালে খেলার মাঠে অনেক দুর্ঘটনাই আমরা দেখেছি।

৮৩-র সতীর্থদের সঙ্গে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ভারতের ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ী দলের সঙ্গে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। ছিলেনবলিউড অভিনেতা রণবীর সিংও। সবাইকে নিয়েই বর্ষবরণ করলেন শাস্ত্রী। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন শাস্ত্রী। সেখানে রণবীরের সঙ্গে নাচতে দেখা গেল রবি শাস্ত্রীকে। বছরের প্রথম দিন নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে কালো রংয়ের পোশাক

পরে নাচছেন তিনি। পাশে রণবীর। নাচের তালে বলি অভিনেতাকে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ছবি ৮৩ উপলক্ষ্যে কোনও পার্টি চলছে। সেখানে ছবির অন্য কলাকুশলীদের দেখা যায়। কপিল দেবের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য বলবিন্দর সিংহ সান্ধুও ছিলেন সেখানে। ভিডিয়োর ক্যাপশনে শাস্ত্রী লেখেন, 'এভাবেই ২০২২ সালে পা দিলাম। রণবীর, নাচের পরামর্শ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি নতুন বছর সবার ভাল কাটুক।

কনওয়ের শতরান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম দিনে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড

ঢাকা, ১ জানুয়ারি (হি.স) : টেস্ট ক্রিকেটে ডেভন কনওয়ের রানের দৌড় অব্যাহত। শনিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেই শতরান হাঁকালেন তিনি। দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ তুলেছে নিউজিল্যান্ড।

টি-২০ বিশ্বকাপে আঙুলে ভেঙে গিয়েছিল। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি। কিন্তু ঘরের মাঠে ফিরেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ছন্দে তিনি। গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করেন কনওয়ে। এর মধ্যে দেশের হয়ে তিনটি ফরম্যাটে খেলে ফেলেছেন। দেশের হয়ে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলেছেন। এর মধ্যেই একটি দ্বিশতরান, একটি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর নামের পাশে।

শনিবার শুরুতে টম লাথামকে ফিরিয়ে দেন শরিফুল ইসলাম। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে উইল ইয়ং (৫২) এবং কনওয়ে মিলে ১৩৮ রানের জুটি গড়েন। বাকিরা কেউ বেশিক্ষণ টিকতে না পারলেও কনওয়ে খেলে চলেন। তবে দিনের শেষ দিকে তাঁকে এবং টম ব্লান্ডেলকে ফিরিয়ে কিছুটা হলেও নিজেদের লড়াইয়ের জায়গায় রেখেছে বাংলাদেশ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

PNIT NO: ePT74/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 29.12.2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 07.01.2022 for 04 (Four) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-3207/2021-22

NOTICE INVITING TENDER
NIQ J No.F.16 (16)-GA ISM/POOL/2021
Dated, the 22nd Dec, 2021.
On behalf of the Governor of Tripura, Under Secretary, GA(SA)Department, Secretariat, Capital Complex, Agartala invites sealed quotations from the resourceful and bonafide vehicle owners for hiring of **1(one)** no. **Maruti Eeco (Petrol)** mode, white colour, purchased not before the Calendar Year-2020 having commercial registration number and all valid documents of the vehicle for official use for 24 (twenty-four) hours. The detailed terms & conditions and form are available at the Vehicle Section, GA(SA) Department. The quotations should be dropped latest by **06/01/2022 till 5.00 P.M** during office hours positively & the tender will be opened on **07/01/2022 at 12.00 noon** in the office chamber of the Deputy Secretary, GA(SA) Department.
(Chandan Das)
Under Secretary to the Government of Tripura
ICA-C-3217/2021-22

NOTICE
The Government of Tripura may appoint a Legal Advisor on contractual basis in Revenue Department. Interested eligible candidates may please submit applications in prescribed format by post to the Additional Secretary, Revenue Department, Govt of Tripura, Secretariat, Room No. 2304, Capital Complex, Agartala, PIN-799010 as to reach on or before 15th January, 2022 (before 5:30 PM). Details regarding terms & conditions of appointment and prescribed format for application may be downloaded from the TRIPURA STATE PORTAL (https://tripura.gov.in) Website.
Sd/- (A.K.Bhattacharya)
Additional Secretary to the Government of Tripura
Revenue Department
ICA-D-1578/2021-22

PRESS NIeT. NO. 67/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 **Dated. 28-12-2021**
The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / registered Vehical owner (for 51. No. 03 & 08)/ Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy for SI.No. 1, 2, 6, 7) for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 250/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 4,540,649.00	₹ 45,406.00
2	DNIeT. No. 251/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,540,649.00	₹ 45,406.00
3	DNIeT. No. 267/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 423,000.00	₹ 4,230.00
4	DNIeT. No. 270/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 422,289.00	₹ 4,223.00
5	DNIeT. No. 272/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 290,599.00	₹ 2,906.00
7	DNIeT. No. 288/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,744,050.00	₹ 47,441.00
8	DNIeT. No. 289/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,744,050.00	₹ 47,441.00
9	DNIeT. No.304/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 399,600.00	₹ 3,996.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on **13-01-2022**
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 Hrs. on **13-01-2022** if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**
(ER. S.H. jamatia)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura
ICA-C-3212/2021-22

আগরতলার শালবাগানে বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন দুই এনএলএফটি জঙ্গি। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ের টিকাকরণ

পশ্চিম জেলায় ২১১টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০৫টি বিদ্যালয়ে হবে টিকাদান

আগরতলা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ত্রিপুরায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের টিকাকরণে পশ্চিম জেলায় ২১১টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০৫টি বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য জেলাতেও বিদ্যালয়ে গিয়ে টিকাকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সে মোতাবেক তালিকা জেলা স্তরের আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে শিক্ষা দফতর।

এদিকে, পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে পশ্চিম জেলার ডিস্ট্রিক্ট টাস্কফোর্স কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জানানো হয়েছে, আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে কোভিড টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত ২১১টি বিদ্যালয়ে কো-ভেক্সিন টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ থেকে ১৮ বছরের প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে কোভিড টিকা নেওয়ার জন্য আধার কার্ড, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের আইডি কার্ড, রেশন কার্ড বা দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট ও মোবাইল ফোন আনতে হবে। এছাড়া প্রত্যেককে অনলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। পশ্চিম জেলায় মোট ৫৩,২৫০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়ার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উক্ত সভায় পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসীম সাহা, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশীষ দাস, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ পশ্চিম জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৩ হাজার ৪৩০ জন ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়েকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাতে, ১০৫টি বিদ্যালয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীরা টিকা দেবেন।

সব্জির আকাল দিশেহারা ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ জানুয়ারি।। একদিকে শীতকালীন সবজিতে এবার ফলন কম হয়েছে। অন্যদিকে দু দুবারের অকাল বর্ষণের সরাসরি প্রভাব পড়েছে সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে। যার ফলে গোটা কল্যাণপুরের কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী , কমলনগর, শান্তিনগর দ্বারিকাপুর সহ কুঞ্জবনের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখা গেছে সবজি ক্ষেত অনেকটাই করুণ অবস্থায় রয়েছে এবং কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে অন্যান্য বছর এই সময়ে যেভাবে উৎপাদন হতো এবার তার অর্ধেকও হয়নি। এছাড়া অকাল বর্ষণ একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল বলে জানান কৃষকরা। একদিকে মানুষের চাহিদা বাড়ছে অন্যদিকে ফলন কম হচ্ছে, তার উপর মরার উপর খরার ঘা, অকাল বর্ষণের ফলে ক্ষতিতে প্রায় প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সবজির দাম। হিসেব মিলিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন বাজার গুলোর মধ্যে ফুলকপি এখনো ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাঁধাকপি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, ধনেপাতা এখনো দুশো টাকার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। এছাড়া বিভিন্ন শাক সবজির দামও সমান্তরালভাবে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনি আমদানি করা বিভিন্ন সবজি যেমন টমেটো, কোয়াশ, গাজর এগুলোর দামও আকাশছোঁয়া হয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন সামগ্রীর চড়া দামের সাথে এবার যোগ হয়েছে শীতকালীন সবজিতে মূল্যবৃদ্ধি। ফলে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের যেমন মাথায় হাত, ঠিক তেমনি প্রচুর টাকা খরচ করে সঠিক দাম না পেয়ে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন বলা চলে। বাজার ঘুরলেই মানুষের দুর্দশার করুন চিত্র চোখে পড়ছে। ব্যবসায়ীদের মতে, অতিরিক্ত মূল্যের জন্য মানুষ প্রয়োজন বেশি হলেও অল্প মাত্রায় বাজার করছেন। অন্যদিকে কৃষকদের বক্তব্য, যে টাকা খরচ করে সার সহ বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করে ফসল ফলানো হয়েছে সে টাকার অর্ধেকও এবার ঘরে আসবে কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহ। সব মিলিয়ে বলা চলে গোটা রাজ্যের সাথে সংগতি বজায় রেখে কল্যাণপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শীতকালীন সবজির অগ্নিমূল্যে একদিকে যেমন দিশেহারা কৃষক সমাজ ঠিক তেমনি দ্রব্যমূল্যের জেরে জেরবার নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থ সামাজিক অবস্থাও।

অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ করুক রাজ্য সরকার, দাবি আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি ।। বিশেষ অভিযানে শূন্যপদ পূরণ করুক ত্রিপুরা সরকার, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেন আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল। তাঁর হুশিয়ারী, অবিলম্বে ওই দাবি পূরণ না হলে আমরা বাঙালি বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে।

এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে। তাঁর দাবি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ বিভিন্ন দপ্তরের বহু শূন্য পদ রয়েছে। বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে অবিলম্বে ওই শূন্যপদ পূরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর কথায়, বর্তমান সরকারের সময়সীমা আর মাত্র এক বছর। এই সময়সীমার মধ্যে শূন্য পদ পূরণ করা না হলে বেকার যুবক যুবতীরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে।

তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পড়ে থাকায় দপ্তরের কাজ কর্ম পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে অবিলম্বে শূন্য পদ পূরণ করা জরুরি বলে মনে করে আমরা বাঙালি দল। রাজ্যের উন্নয়ন এবং সরকারি দপ্তরের কাজ কর্ম সঠিকভাবে রূপায়িত করতে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বেকারকে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত করা সম্ভব নয় এটা রাজ্যবাসী ভালোভাবে জানেন। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লক এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তুলে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। অবিলম্বে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে আমরা বাঙালি দল বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ারী দেন তিনি।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার জন্য মহিলাদেরও স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। মহিলাদের যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা স্বনির্ভর করব ততক্ষণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে না। আমাদের সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাক দিয়েছে। তাই মহিলাদেরকেও আত্মনির্ভর হতে হবে। আজ জিরানীয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সপ্তপর্ণা ও শতরূপা এএলএফ সোসাইটির জের', স্টেশনারি ও ক্যান্টিন স্টলের দ্বারোদঘাটন করে এ কথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী ফিতা কেটে এবং মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করে এই নবনির্মিত স্টলের উদ্বোধন করেন।

পরে এসম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার জন্য মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইংরেজী নববর্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, বছরের প্রথম দিনে তাদের এই পথ চলা শুরু। তিনি আশা ব্যক্ত করেন তাদের এই পথ চলা সফল হবে।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহানুভূতি রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মহিলাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি স্বসহায়ক দলগুলিকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গত বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে এই স্টলটি নির্মিত হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মঞ্জু দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। মহিলারা এদিন তাদের হাতে তৈরী উপহার মন্ত্রীকে তুলে দেন।

বিদ্যুত নিগমের গাড়ি দিয়ে পিকনিক পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ নিগমের গাড়ি পিকনিকের কাজে ব্যবহার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ের জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের সব কর্মীরা পিকনিক করছেন। তাই বিদ্যুৎ নিগমের গাড়ি দিয়ে বাজার থেকে করা হলো কেনাকাটা। এমনকি চাবাগানের পিকনিক স্পটে সবাই যাওয়া আসাও করলো নিগমের গাড়ি দিয়ে। আর ভোক্তারা পড়ে রইলেন সমস্যায়। ঘটনা শনিবার খোয়াইয়ে।

এদিন খোয়াই চাবাগানে খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা পিকনিক করেছেন। সিনিয়র ম্যানেজারবাবু নিজেও নাকি ছিলেন বলে জানা গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন পিকনিকের জন্য কেনাকাটা থেকে শুরু করে পিকনিকের জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার ও বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা যাওয়া আসার জন্য ব্যাবহৃত হয়েছে নিগমের গাড়ি। ফলে নিগমের কাজ এদিন কার্যত লাটে উঠেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ, ভোক্তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ কল দিলেও কাজ হয় নি। বলে দেওয়া হয়েছে, গাড়ি নেই। গাড়ি পিকনিকে গেছে। যদিও পিকনিকের পরে নাকি গাড়ি ফিরে আসার পর সংশ্লিষ্ট কলে গিয়েছেন নিগমের কর্মীরা। ডিউটি বাদ দিয়ে কেন পিকনিকের আয়োজন? ডিউটির সময়েই কেন পিকনিক? নিগমের গাড়ি দিয়ে কেন পিকনিক? এসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ভোক্তাদের মধ্যে। এ ধরনের কার্যকলাপ ঘিরে স্থানীয় জনগণের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কেমতলিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে সোনামুড়ার কেমতলিস্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১০৮তম অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু হয়েছে। তা চলবে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রদীপ প্রজ্জলন করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তপশিলী জাতিকল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস।

উদ্বোধকের ভাষণে তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি রাজ্যের তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এসসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এডুকেশন লোনের ব্যবস্থা করেছে এবং ইতিমধ্যে সরকার রাজ্যের ২৪৭ জন এসসি ছাত্রছাত্রীকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। পাশাপাশি তপশিলী জাতি অংশের মানুষের স্বার্থে আগরতলাস্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ অতিথিশালাকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

এছাড়া রাজ্যের চার হাজার মৎস্যজীবী পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্যোগও সরকার হাতে নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন নিয়ে আলোকপাত করেন আগরতলা রামঠাকুর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. মণিকা দাস। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সমাজসেবী কিশোর বর্মণ, টুটন দাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা বিপ্লব দাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কেমতলি লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা। অনুষ্ঠান মঞ্চে সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, নলছড় ব্লকের বিডিও সঞ্জীব চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। ৩দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানস্থলে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ১২টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে।

বিশালগড়ে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতনিধি, বিশালগড়, ১ জানুয়ারি ।। বিশালগড়-র মধুপুর থানা এলাকার কেলানিয়া বাজার সংলগ্ন স্থানে শনিবার সকালে একটি যাত্রীবাহী অটো ও পণ্যবাহী ক্যান্টার অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে চার জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার সকালে একটি যাত্রীবাহী অটো কমলাসাগর থেকে মধুপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে আসছিল। কেনানিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছাতেই বিপরীত দিক থেকে আসা পণ্যবাহী একটি ক্যান্টার অটোর সংগে যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনায় চারজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়। চালকদের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামীতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে মধুপুর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

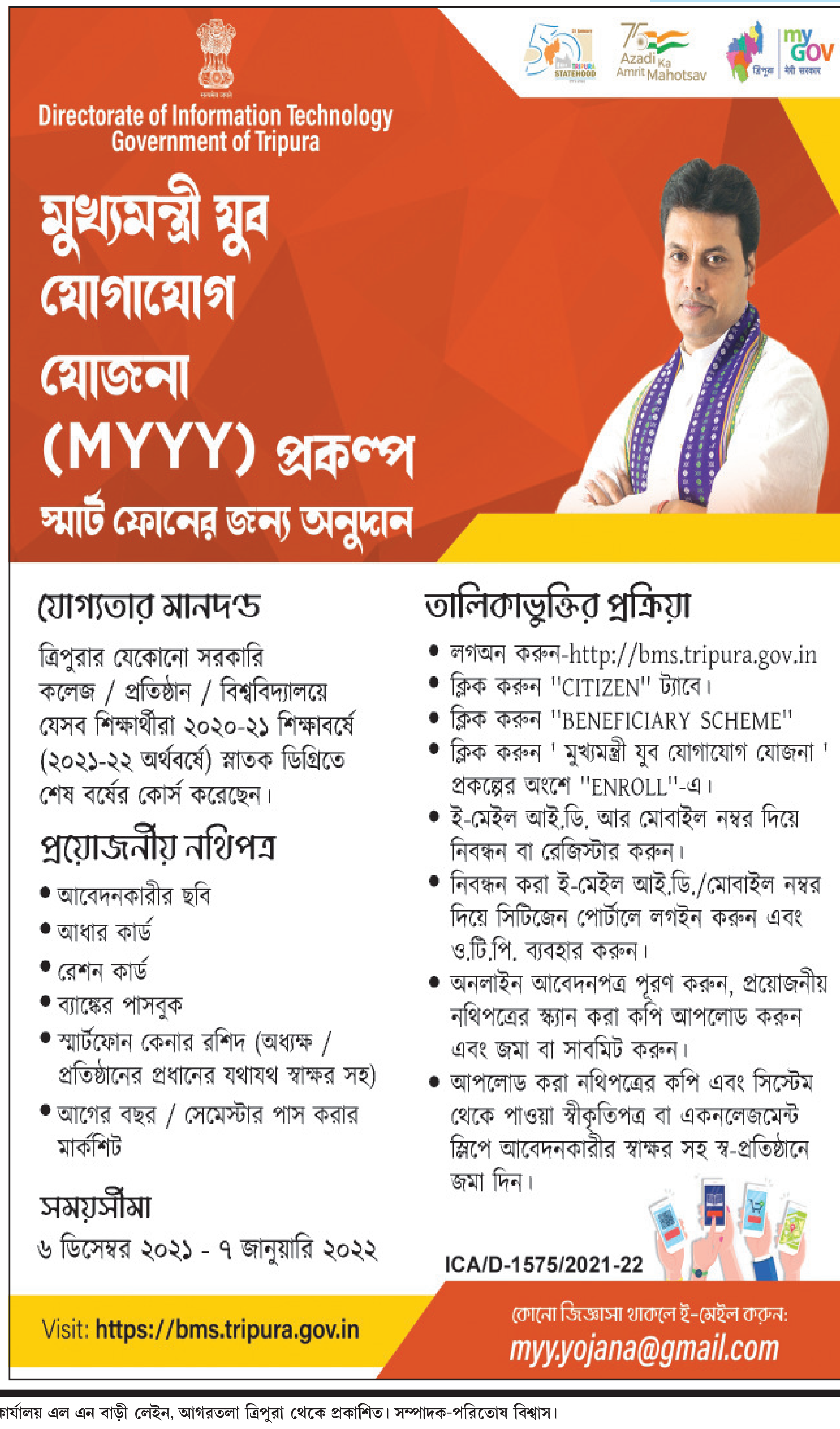

রাজ্যে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি ।। তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস শনিবার রাজ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে আগরতলায় লালবাহাদুর চৌমুহনীতে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্প অফিসে। সেখানে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান সুবল ভৌমিক। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন ক্যাম্প অফিসে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, দেবব্রত দেবনাথ প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান সৌমিক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প দল যারা রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে। আজকের দিনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি আরো সুদৃঢ় করার উপর সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান অব্যাহত রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে ব্যাপক অংশের মানুষ এগিয়ে আসছেন বলেও তিনি দাবি করেন। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস সারা রাজ্যে সংগঠন বিস্তারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। যুব সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন সুবল বাবু।

তিনি আরো বলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসকে সংগঠিত করতে এবং রাজ্যের মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করতে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেও পিছপা হননি সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতে কিছুই নেই। মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক অধিকার হরণ প্রতিনিয়ত চলছে। এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিহত করে রাজ্যে একটি স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন রাধানগর এলাকার একটি হোটেলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরে মোট ৭০জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সুস্মিতা দেব, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য রাজনীতি করে না, মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চায়। রক্তদান শিবির একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। সে কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা দিবসে এই শিবিরের আয়োজন করেছে। আগামী দিনে এধরনের রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।